ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-78 ■ 24 December, 2024 ■ আগরতলা ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৮ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রোজগার মেলায় ৭১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র প্রদান

গত দেড় বছরে প্রায় ১০ লাখ স্থায়ী সরকারি চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রোজগার মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থাগুলিতে নবনিযুক্ত ৭১ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী আজ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ভাষণ দিয়েছেন । বলাবাহুল্য যে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অন্যতম নিদর্শন এই রোজগার মেলা। এদিনের এই নিযুক্তি দেশ গঠন এবং স্ব-ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখার জন্য অর্থবহ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের ক্ষমতায়িত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গতকাল গভীর রাতে তিনি কুয়েত থেকে ফিরেছেন। সেখানে তিনি ভারতীয় যুবক ও পেশাদারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর এটা খুবই আনন্দদায়ক সমাপতন যে সেখান থেকে ফেরার পর তার প্রথম অনুষ্ঠান দেশের তরুণদের নিয়ে হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ দেশের হাজার হাজার তরুণের জন্য একটি নতুন সূচনার সূত্রপাত হলো। যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আপনাদের এত বছরের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে, বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়েছে। ২০২৪ এর এই বিদায়ী বছরটি আপনাদের জন্য নতুন সুখ নিয়ে আসছে। আমি আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের পরিবারদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, "সরকার রোজগার মেলার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের তরুণ ও প্রতিভাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে। গত ১০ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আজ ৭১ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে"। শ্রী মোদী বলেন, "গত দেড় বছরে প্রায় ১০ লক্ষ স্থায়ী সরকারি চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা এক উল্লেখযোগ্য রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে করা হচ্ছে এবং নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দেশবাসীর সেবা করছেন"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তার তরুণদের কঠোর পরিশ্রম, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের ওপর। ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হয়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কারণ দেশের নীতি ও সিদ্ধান্ত তার প্রতিভাবান যুবকদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য করে নেওয়া হচ্ছে।" তিনি বলেন, বিগত এক দশকে "মেক ইন ইন্ডিয়া", "আত্মনির্ভর ভারত", "স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া", "স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া" এবং "ডিজিটাল ইন্ডিয়া"র মতো উদ্যোগসমূহ যুবসমাজকে এই অগ্রগতিতে সামিল করেছে।

শ্রী মোদী বলেন, এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৩১১ জন পেলেন নিয়োগপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রোজগার মেলায় ৭১ হাজার চাকুরী প্রার্থীর মধ্যে নিয়োগপত্র তুলে দেন। দেশের ৪৫ টি স্থানে একযোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরায়, রোজগার মেলার আয়োজন করা হয় আগরতলায় শালবাগানস্থিত বিএসএফ - এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের প্রধান কার্যালয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালভাবে রিমোট বোতাম টিপে নিয়োগপত্র বিতরন কর্মসূচীর সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং।

এবারের এই রোজগার মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, দপ্তর ও সংস্থার জন্য পূর্বে গৃহীত চাকরির পরীক্ষায় রাজ্য থেকে উত্তীর্ন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নিযুক্তি দেওয়া হয়। এবার রাজ্য থেকে নিযুক্তির জন্য উত্তীর্ণ হন ৫৩৪ জন। তাঁদের মধ্যে ৩১১ জন আজকের ত্রহার মেলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের হাতে নিয়োগ পত্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির নতুন মন্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা অধিকাংশই নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। নতুন মন্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা ঘোষণা করল প্রদেশ বিজেপি। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে প্রদেশের নব নিযুক্ত সমস্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ন তাছাড়া, নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন নাথ লাল, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকায় সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি হলেন ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি কার্তিক আচার্য্য, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের শিবেন্দ্র দাস, বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি রাজীব সাহা, খয়েরপুর মন্ডল সভাপতি রাজেশ ভৌমিক, মজলিশপুর মন্ডল সভাপতি রণজিৎ রায় চৌধুরী, মান্দাই বিধানসভার কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অভিজিৎ দেববর্মা, আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি তপন ভট্টাচার্য্য, রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী, প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের স্বপ্না দাস, বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের মনিষ দেব, সূর্য্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্টু দেবনাথ।

তাছাড়া, সিপাহীজলা জেলায় টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের কাজল সরকার, বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের তপন দাস, গোলাঘাটির নারায়ণ দেবনাথ, চড়িলামের তাপস দাস, বক্সনগরের অনিল চন্দ্র দাস, নলছড়ের লোকজিৎ দেবনাথ, সোনামুড়ার শুভ্রজিৎ দাস, ধনপুরের বিপুল মজুমদার। এদিকে, খোয়াই জেলার রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপু মন্ডল সভাপতি হলেন সুকেশ দেববর্মা, খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অনুকূল দাস, আশারামবাড়ির জয়ন্ত দেববর্মা, কল্যাণপুরের নিতাল বল, তেলিয়ামুড়ার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছে সরকার

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ।। কেন্দ্রীয় সরকার শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার বিধিমালা, ২০১০ অধীনে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন এনেছে।

পূর্বে, আরটিই আইনে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্রদের ফেল করলেও আটকের অনুমতি দেয়নি। এমনকি তারা তাদের বোর্ড পরীক্ষায় ফেল করলেও তাদের আটকে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

যাইহোক, ১৬ ডিসেম্বরের বিজ্ঞপিতে জানানো হয়েছে, নতুন সংশোধনীর অধীনে, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তাদের পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তাছাড়া, যে কোনও শিক্ষার্থী তাদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করা পর্যন্ত স্কুল থেকে তাকে বহিষ্কারও করা যাবে না।

২০২৫ সালের

পর্ষদের মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষন ঘোষণা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হচ্ছে। আজ পর্ষদ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘোষণা দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ডা. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী। এদিন ড.ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী জানিয়েছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হবে। পরীক্ষা শেষ হবে ১৮ মার্চ। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রথম দিনের পরীক্ষা ইংরেজি বিষয় দিয়ে শুরু হবে। উচ্চ মাধ্যমিককের পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয়ে ২২ মার্চ শেষ হবে।

পূর্বতন সরকার ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রয়াস করেনি বিজেপি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। পূর্বতন সরকার ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়াস করে নি। কিন্তু বিজেপি সরকার সেই প্রয়াস করেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, রবিবার ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে একাধিক উন্নয়নমুলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬৬৮.৩৯ কোটি টাকার ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিসিতে অন্তত একটি করে প্যাক্স দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের। ত্রিপুরা রাজ্যে আরো ৭৪১টি বহুমুখী প্যাক্স গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। এতে কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন শক্তিশালী হবে। এর জন্য প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর উত্তর-পূর্ব পর্ষদের (এনইসি) ৭২ তম পূর্নাঙ্গ বৈঠককে(প্লেনারি) ঘিরে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই বৈঠককে ঘিরে বিরোধীরা বিভ্রান্তি কর মন্তব্য করেছেন। পূর্বতন সরকার ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়াস করে নি। কিন্তু বিজেপি সরকার একের পর এক প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে ত্রিপুরাকে উন্নয়নশীল রাজু হিসেবে তুলে ধরেছে।

নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের

নিষ্ঠার সাথে জনগনের জন্য কাজ করার বার্তা দিলেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।।নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতিরা নিষ্ঠার সাথে জনগণের জন্য কাজ না করলে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বার্তা দিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বলেন, জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। পার্টির নীতি নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু কোনো অপকর্মের সাথে নিজেকে না জড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মন্ডল সভাপতির দায়িত্ব শুধু দলের কাজ করা নয়, বরং সাধারণ জনগণ সরকারি সুবিধা সমূহ পাচ্ছে কি না সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। নির্বাচিত মন্ডল সভাপতিরা যদি সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে পদে অধিষ্ঠ থাকবে কাজ না করলে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে, এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে সাংসদ নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন , এক দেশ এক নির্বাচন হলে অনেকটা সময় ও অর্থ সঞ্চয় করা যাবে। এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান সাংসদ।

মুহুরী খুনের মামলায় গ্রেপ্তার আরও এক উকিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। মুহুরী অমিত আচার্য্যী খুনের মামলায় গ্রেফতার আরো এক আইনজীবী। গত ১২ ই সেপ্টেম্বর মুহুরী অমিত আচার্য্যী মারা যাওয়ার পর এপর্যন্ত মোট সাত জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ।প্রসঙ্গত, আগরতলা কোর্ট চত্বরে গত ২০২৩ সালের পাঁচ সেপ্টেম্বর বেশ কয়েকজনের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন মুহুরী অমিত আচার্য্যী। এই আক্রমণের কারণে সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মুহুরী অমিত। পরবর্তীতে বেশ কয়েকজনের নাম দিয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন অমিতের পিতা। ১৭৪/২০২৩ আন্ডার সেকশন ৩০২/৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা হাতে নিয়ে প্রথমে চারজন এডভোকেট সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সোমবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশুরাই দেববর্মা নামে আরো এক এডভোকেটকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়দিনের প্রস্তুতি রাজ্যজুড়ে, সেজে উঠেছে মরিয়মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কল্যাণপুর, ২৩ ডিসেম্বর।। বড়দিনের আনন্দে মেতে ওঠার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। দোকানে-দোকানে বাহারি সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তেমনি, মরিয়ম নগরে ক্যাথলিক চার্চেও প্রস্তুতির ধুম পড়েছে। যীশুর জন্মদিন প্রতিবছরই ওই চার্চে মহা ধুমধামে পালিত হয়। অবশ্য, সারা ত্রিপুরাতেই ওইদিনটিতে উৎসবের আমেজেই পালন করা হয়। জাতি-জনজাতি উভয় অংশের মানুষ নিজ নিজ কায়দায় বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। মরিয়ম নগর চার্চে যীশু খ্রীষ্ট-র জন্মদিন পালনে প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে। প্রতিবছর এই গির্জায় যীশু খ্রীষ্ট-র জন্মদিন পালন করা হয়। তাছাড়া, আলোকসজ্জা, নানা বাহারি সাজ সরঞ্জাম দিয়ে গির্জাঘর সাজানোর কাজ চলছে। তাছাড়া, বড়দিন উপলক্ষ্যে বিরাট মেলার আয়োজন করা। এই দুইদিন ব্যাপী মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হলিক্রস স্কুল বাগবাসায় দুই দিনব্যাপী 'উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে

বসা এই মেলায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন, খাবারের স্টল, বাদ্যযন্ত্র ও খেলনার দোকানসহ ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

কার্নিভালের প্রথম দিন, ২০ ডিসেম্বর, মিজো আইডল খ্যাত বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মিস্টার ডেভিড ডারলং তার সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সেই সঙ্গে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গান, নৃত্য ও ফ্যাশন শো দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়। দ্বিতীয় দিন, ২১ ডিসেম্বর, ছিল মনপুই ও স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এছাড়া, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করে গান ও নৃত্য। এদিন 'মিস্টার ও মিস বাগবাসা' প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ফাদার ল্যান্সি ডিসোউজার চমকপ্রদ ম্যাজিক শো।

স্কুলের প্রিন্সিপাল জানান, এই কার্নিভালের জন্য ৫৩টি স্টল তৈরি করা হয়েছিল এবং দুই দিনে প্রায় ১০ থেকে ১১ হাজার মানুষ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে সহযোগিতা করার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৪ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
৮ পৌষ, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ধর্মে অজ্ঞতাই অত্যাচারের কারণ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ধর্মীয় সংঘাত জনিত পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। অজ্ঞতা হইতেই ভয়ঙ্করই রূপ ধারণ করিতে চলিতেছে বলে তিনি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অজ্ঞতা ও ভুল ব্যাখ্যা কারণেই ধর্মীয় সংঘাত ও নিরযাতনের মাত্রা বাড়িতেছে। তাহাতে অশান্তি বারিবে বৈকি কমিবে না।

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।' ধর্ম সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতা আরও ভয়াবহ হইয়া ওঠে। এই ইস্যুতেই এইবার মুখ খুলিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি জানাইলেন, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভুল ব্যাখ্যার কারণেই বিশ্বজুড়িয়া ধর্মের নামে অত্যাচার চলিতেছে। এই ধরনের ঘটনা রুখিতে ধর্মগুরুদের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার আবেদন জানাইলেন ভাগবত।মহানুভব আশ্রমের শতবর্ষ উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। সেখানেই তিনি বলেন, "ধর্ম বিষয়ে মানুষের আংশিক জ্ঞান ও ভুল জানিবার জেরে বিশ্বজুড়িয়া অত্যাচার চলিতেছে। ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা করা মানুষের প্রয়োজন। ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে সঠিক শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। যাহার জন্য ধর্মকে বুঝিতে হইবে।একইসঙ্গে তিনি বলেন, "যদি ধর্মকে সঠিকভাবে না জানা যায় তাহা হইলে তাহা মানুষকে অধর্মের পথে নিয়া যায়।" একথা স্মরণ করাইয়া ভাগবত বলেন, "এই সমস্যা থেকে বের

হইতে গেলে ধর্মগুরুদের উচিত ধর্মকে গভীরভাবে বোঝা ও তাহার সঠিক ব্যাখ্যা করা। একজন ধার্মিকের আচরণই সেই ধর্মকে রক্ষা করে।এর আগে গত শুক্রবার রামমন্দির নিয়া বড় বার্তা দিয়াছিলেন মোহন ভাগবত। সংঘপ্রধানের বলেন, "রাম মন্দির ছিল হিন্দুদের আস্থার বিষয়। হিন্দুরা চাইছিলেন মন্দির নির্মাণ হোক। রাম মন্দির নির্মাণটা তাই জরুরি ছিল। কিন্তু শুধু ঘৃণা আর শত্রুতার বশবর্তী হইয়া অন্য কোনও জায়গা নিয়া এই ধরনের ইস্যু তৈরির চেষ্টা করিলে সেটাকে সমর্থন করা যাইবে না।সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধানের মুখে এমন বার্তা চমকপ্রদ মনে হইলেও ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, অতীতের কট্টরপন্থা থেকে বের হইয়া কিছুটা নরম পথে হাঁটিতে চাইছে আরএসএস। তাই তাঁহার বার্তা, "উগ্রতা, ধর্মীয় আগ্রাসন, পেশিশক্তির প্রদর্শন, অন্য ধর্মের অপমান, এসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়।" আসলে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে যখন সংখ্যালঘু নিপীড়ন চরমে, তখন সংঘপ্রধানের এই বার্তা খানিকটা কৌশলী অবস্থানও হইতে পারে। অবস্থান যাই হোক না কেন সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সঙ্গ প্রধানের এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতেই পারে।

ছেলের অত্যাচার থেকে বাবা-মাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রহৃত পুরপিতা, সেলাই পড়ল মাথায়

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): নেশাগ্রস্ত সন্তানের অত্যাচার থেকে বাবা মা কে বাঁচাতে গিয়ে মাথা ফাটল কাউন্সিলরের। রবিবার রাতে এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে ব্যারাকপুরের সরকারবাগানে।

ব্যারাকপুর পৌর এলাকার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শঙ্কর সরকার ও তার স্ত্রী বন্দনা সরকারে অভিযোগ, ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে নেশার টাকা চেয়ে রোজ মারধর করে তাঁদের ছেলে শুভঙ্কর। নিত্যদিন এই ঘটনার সাক্ষী হন এলাকার বাসিন্দারা।

রবিবার রাতেও একই ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর করে তাঁদের ছেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জ্যোতি চক্রবর্তী। অভিযোগ, শুভঙ্করকে বাধা দিতে গেলে সে কাউন্সিলরকে মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়।

এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সরকারবাগান এলাকায়। কাউন্সিলরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার মাথায় সেলাই পড়ে। কাউন্সিলর বলেন, 'রোজ এমন ঘটনা ঘটলেও গত রাতে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একটি শক্ত লাঠি নিয়ে অসুস্থ বাবা মাকে মারতে যায় ওই যুবক। আমি বাঁচাতে গেলে আমার ওপর চড়াও হয়ে মাথায় মারে।'

অভিযুক্তের বাবা মা তাঁদের ছেলেকে আর বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইছেন না। তাঁরা ছেলের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছেলে। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার পিটার থাঙ্গারাজের জন্মদিন

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক হিসেবে স্বীকৃত পিটার থাঙ্গারাজ। ১৯৩৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। কেরিয়ারের শুরুতে তিনি ছিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড, তারপর হয়ে গেলেন অসাধারণ একজন গোলরক্ষক। প্রতিটি ভারতীয় ফরওয়ার্ডের কাছে তিনি ছিলেন আতঙ্ক।

১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের হয়ে খেলেছিলেন। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসের শিরোপা জয়ী দলের সদস্য ছিলেন। সব মিলিয়ে থাঙ্গারাজ ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ৪টি এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন এবং ১৯৬৪ সালের এশিয়ান কাপে ইসরায়েলের পর দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতীয় দলে ছিলেন। থাঙ্গারাজ ১৯৫৬ মেলবোর্ন এবং ১৯৬০ রোম অলিম্পিকে ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি এশিয়ার সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন।

ক্লাব কেরিয়ারে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহামেডান স্পোর্টিং-এ খেলেছেন। ৬০---এর দশকের শুরুতে সন্তোষ ট্রফিতে আধিপত্য বিস্তারকারী বেঙ্গল প্রাদেশিক দলেও অংশ নিয়েছেন। ভারতের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার চুনি গোস্বামী এবং পিকে ব্যানার্জি তাঁকে ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকের স্বীকৃতিও দিয়ে গেছেন। ১৯৬৭ সালে ভারতের প্রধান ক্রীড়া সম্মান অর্জুন পুরস্কার জিতেছিলেন। দেশ ও মহাদেশে ফুটবল গোল কিপিংয়ে বিপ্লব ঘটান পিটার থাঙ্গারাজ বোকারোতে ২৪ নভেম্বর ২০০৮-এ মারা যান।

লিভারপুল ৬-৩ গোলে হারাল টটেনহ্যামকে

লিভারপুল, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার রাতে টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ছিল লিভারপুল ও টটেনহ্যামের মধ্যে। সেই ম্যাচে গোল উৎসব করে লিভারপুল ৬-৩ গোলে হারাল টটেনহ্যামকে। এই জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল লিভারপুল। ১৬ ম্যাচে ১২ জয় ও ৩টি ম্যাচ ড্রয়ে তাঁদের পয়েন্ট ৩৯। আর টটেনহ্যাম ১৭ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে।

লিভারপুল প্রথম গোলের দেখা পায় ২৩ মিনিটে। গোলটি করেন কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড দিয়াস। আর ম্যাচের ৩৬ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে গোলের ব্যবধান বাড়ান আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মাক আলিস্তের। তবে ৪১ মিনিটে একটি গোল শোধ করে ঘুরে দাঁড়ায় টটেনহ্যাম। এরপর ৪৬ মিনিটে ফের লিভারপুল গোল করে। গোল করেন হাঙ্গেরির মিডফিল্ডার সোবোসলাই। প্রথমার্ধে ৩-১এ এগিয়ে থাকে লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যেই অর্থাৎ ৫৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় সালাহ। এর মিনিট সাতেক পর আবার দ্বিতীয় গোলটিও করেন সালাহ। ফলে ৫-১ গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল।

ভাগ হয়ে গেছে নজরুল ?

নজরুল ইসলামের গান নিয়ে রীতিমতো ঝড় বয়ে গেল কয়েক দিন। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। স্বভাবতই সব গান সমান পরিচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নজরুলগীতি বলতে প্রথমেই কোন গানের কথা মনে আসে, তবে দেশাত্মবোধক গান, প্রেম-বিরহের গান ইত্যাদির পাশাপাশিই সম্ভবত ঠাঁই করে নেবে তাঁর লেখা ভক্তিগীতিও। কিন্তু, প্রশ্ন হল, "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন" বা "হে গোবিন্দ রাখো চরণে"-র মতো গান যত তাড়াতাড়ি মনে পড়ে, তাঁর ইসলামি সঙ্গীতের কথা কি মনে পড়ে তেমনই স্বচ্ছন্দে?

ইসলামি সঙ্গীতে প্রধান দু'টি প্রকার হল হামদ এবং নাত। "হামদ" বলতে বোঝায় সৃষ্টিকর্তা আল্লার প্রশস্তিসূচক গান, আর "নাত" হল গানের মাধ্যমে নবি মহম্মদের গুণকীর্তন। সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুল তুলে ধরেছেন ইসলাম ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং কোরান-হাদিশের প্রসঙ্গ।এ ছাড়া ধার্মিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা দিকও উঠে এসেছে তাঁর গানে। কবি লিখেছেন, "যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার, তুমি হবে কাজী / সেদিন তোমার দিদার আমি, পাব কি আল্লাহ জি?" আজানের সুরে মোহিত হয়ে লিখেছেন, "মসজিদেরই পাশে আমায়, কবর দিও ভাই / যেন গোরে থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।"

বাংলায় ইসলামি সঙ্গীতের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছিলেন নজরুল। ১৯৩১ সালে তাঁর লেখা, "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, এল খুশির ঈদ" বাঙালি মুসলমানের প্রধান পরবের গান হয়ে উঠল। তুরস্কের বিখ্যাত গান "কাটিবিম ইশকাদার"-এর সুরে প্রভাবিত হয়ে কবি লিখেছেন, "ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, এলো রে দুনিয়ায়।" গানটা হয়তো অচেনা ঠেকবে, তাই মনে করিয়ে দিই, এই একই সুরে তিনি লিখেছিলেন "শুকনো পাতার নুপূর পায়ে"। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মর্তে আগমন নিয়ে নজরুল লিখেছেন একাধিক গান "হেরা হতে হেলে দুলে, নুরানী তনু", কিংবা "আমিনা দুলাল নাচে, হালিমার কোলে"। এর মধ্যে "তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে" গানটি প্রবল জনপ্রিয়, যা মহম্মদ রফির কণ্ঠেও শোনা গিয়েছে।

"শোনো শোনো, ইয়া ইলাহী, আমার মোনাজাত"-এর যে

আকুতি এবং তার মধ্যেকার অপার শান্তি আসলে অনুভবের। বাংলা ভাষায় ইসলামি সঙ্গীত রচনায় ভাব এবং সুরের দরদি মিশ্রণ ঘটানো ছিল নজরুলের মুনশিয়ানা, যা অনেকাংশে উর্দু গজলের আঙ্গিকে পরিস্ফুট হয়েছে। দাদরা, কাহারবা, ঠুমরির পাশাপাশি লোকসঙ্গীতের ব্যবহার ইসলামি গানকে সমৃদ্ধ করেছে। বিদেশি সুর থেকেও প্রেরণা নিয়েছেন তিনি। "আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালবেসে/ আরশকুরসি লওহ কালাম, না চাহিতেই পেয়েছে সে" এমন ইসলামি গানে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দের নিখুঁত ব্যবহার ভিন্ন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। শাক্ত সঙ্গীত রচনায় জনপ্রিয় নজরুল ইসলামি সঙ্গীতে মনোনিবেশ করলেন। ফল হিসাবে "হে নামাজী, আমার ঘরে নামাজ পড় আজ/ দিলাম তোমার চরণতলে হৃদয় জায়নামাজ" -এর মতো গান জন্মলাভ করল। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল এই গানগুলির নির্মাণের নানা কিসিমের গল্প।

অভাব-অনটন নবির দেশ দেখায় অন্তরায় ছিল। নজরুলের গানে সেই দিকটি বার বার ফুটে উঠেছে "দূর আরবের স্বপন দেখি, বাংলাদেশের কুটির হতে" কিংবা "মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়", কিংবা "ওরে ও দরিয়ার মাঝি, মোরে নিয়ে যা রে মদিনায়"। "আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ" গানের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে আক্ষেপ। আবার গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি, "এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি/ খোদা তোমার মেহেরবানী।"

এই গানগুলির সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্য অতুলনীয়। কিন্তু, "মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়"-এর মতো গান যতখানি গ্রহণযোগ্য হয়েছে সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালি সমাজে, ইসলামি গানে নিহিত আবেগ সে ভাবে জনপ্রিয় হয়নি। অথচ দুটোই সঙ্গীতের মাধ্যমে নজরুলের ভক্তির প্রকাশ। তবে কি সঙ্গীতের মূল্যায়নে ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে? যার কারণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কালী বা কৃষ্ণের বন্দনাটুকুই বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল, কিন্তু একই ব্যক্তির লেখা অসামান্য হামদ এবং নাতগুলি "মুসলমানের গান" হয়ে থেকে গেল? হয়তো এখানেই নজরুলের সর্বধর্মসমন্বয়ের চর্চা "সবার" হয়ে ওঠেনি হিন্দুরা তাঁর লেখা শ্যামাসঙ্গীত গ্রহণ করল, আর মুসলমান নিল নবি-রসুলের গুণগান। তবে কি এই অংশে ভাগ হয়ে গেলেন নজরুল?

এ পার বাংলার কয়েক জন শিল্পী বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেছেন ইসলামি গানকে বাঙালির কাছে পৌঁছে দিতে। সেই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাও সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির কাছে তেমন ভাবে পৌঁছতে পারেনি। এখানেও হয়তো অদৃশ্য আমরা-ওরা।

সম্ভবত এ জন্যই প্রায় তিনশোটি ইসলামি সঙ্গীতের বিশাল রত্নভান্ডার অজানাই থেকে গেল বৃহতঅংশের কাছে।

নজরুল তাঁর সৃষ্টিতে অভাবে মৃত শিশু-পাঁজরের হাড়ে ইদের চাঁদ দেখেছেন। ফরিয়াদ করেছেন। শ্রেণিচেতনা, ইসলাম, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুযোগ, নিঃশর্ত সমর্পণ সব মিলেমিশে গেছে। জাকাতের মাধ্যমে গরিবকে দানের অসামান্য রীতি নিয়ে গান লিখেছেন। তবু কেন এই গানগুলো অচেনাই? কোনও অবাঙালির হাতে নজরুলের গান লাঞ্ছিত হওয়ায় বাঙালি ক্রুদ্ধ হয়, অথচ নজরুলকে ভাগ করে নিয়ে একটা অংশ বেমালুম ভুলে যায় সেই বাঙালিই?

তাঁর বক্তৃতা শুনতে নজিরবিহীন উন্মাদনা

জামাইকান শিল্পপতি রবার্ট হিবার্ট (১৭৬৯-১৮৪৯) মৃত্যুর দু'বছর অগে, ১৮৪৭ সালে ব্যবসা এবং পারিবারিক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে "হিবার্ট ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার এবং ধর্ম বিষয়ে ব্যক্তিগত মতবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ ছাড়াও দর্শন এবং ধর্ম-বিষয়ক গবেষণার জন্য বিশেষ বৃত্তি ও অনুদানও দেওয়া হত ট্রাস্টের মাধ্যমে।

একেশ্বরবাদী হিবার্টের ইচ্ছে অনুযায়ী ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উদার, নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক আলোচনার জন্য প্রচুর অর্থ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হয়েছিল। শর্ত ছিল, ওই অর্থ থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে, সেটা দিয়ে প্রতি বছর বিশ্ববরেণ্য বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করতে হবে। ট্রাস্ট-প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে উক্ত বক্তৃতামালা "হিবার্ট-বক্তৃতা" বলে খ্যাতি লাভ করে। যদিও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম হিবার্ট-বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবার্ট হিবার্টের মৃত্যুর ঊনত্রিশ বছর পরে, ১৮৭৮ সালে। প্রথম বক্তা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার। তিনি একাধারে ভারত-বিশারদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য ছিল। হিবার্ট-বক্তৃতায় তিনি "ভারতে ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ" নিয়ে আলোচনা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে, ভারতের বেদশাস্ত্রকে মানবদর্শনের শিখর হিসেবে তুলে ধরেছেন। ম্যাক্সমুলারের মূল্যবান বক্তৃতা "ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি" বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুসন্ধিতায় প্রভূত ইন্ধন জুগিয়েছিল।

১৮৭৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট ৪৮টি হিবার্ট-বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইলিনয় ইউনিভার্সিটি আরবানা, ইউনিভার্সিটি অব ম্যাঞ্চেস্টার, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ইত্যাদি শিক্ষাকেন্দ্রে। অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বিষয়ে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তিকে প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা শোনার অনুমতি দেওয়া হত। হিবার্ট-বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণকারী কতিপয় উল্লেখযোগ্য বক্তা হলেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ আর্চিবল্ড হেনরি সেস (১৮৮৭), আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৯০৮), ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক লরেন্স পিয়ারসাল জেকস (১৯২২) প্রমুখ।এই পর্বের সম্ভবত শেষ বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৫ সালের ৩০ জুন, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে। বক্তা ছিলেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ধর্মীয় লেখক কারেন আর্মস্ট্রং এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ চিকিতক খালিদ হামিদ। তাঁদের বক্তৃতার বিষয় ছিল আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্ব নাগরিকত্ব। হিবার্ট-বক্তৃতা এমন একটি মঞ্চ, যেখানে জ্ঞান এবং বুদ্ধি, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং যুক্তি একত্রিত হয়ে জীবনের উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, আত্মা, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত গভীরতম প্রশ্নগুলি আলোচিত হত।

১৮৭৮ সালে ম্যাক্সমুলারের উদ্বোধনী বক্তৃতার পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯২৮ সালে হিবার্ট-বক্তৃতার ৩২তম বক্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হয়। এত দিন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বিশ্বের উন্নততম দেশগুলি থেকেই নির্বাচিত বক্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হত। সে বারই প্রথম "তৃতীয় বিশ্বের" কোনও দেশের নাম বিবেচিত হয়েছিল। ট্রাস্টির পক্ষ থেকে ডক্টর ড্রামন্ড ১৯২৭ সালের ২৮ জুন রবীন্দ্রনাথকে পত্র মারফত আমন্ত্রণ জানান। চিঠিতে সাম্মানিক বাবদ রবীন্দ্রনাথকে ২৫০ পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল।

সেই সময় বিশ্বভারতীর নানা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, অর্থাভাব, অর্থ সংগ্রহের জন্য নিরন্তর দুশ্চিন্তা ও ভ্রমণ, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে রবীন্দ্রনাথ মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সুদূরের ডাকে তাঁর মন সাড়া না দিয়ে পারেনি। সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হিবার্ট-বক্তৃতা সংক্রান্ত যোগাযোগের সমস্ত দায়িত্ব অ্যান্ড্রুজকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসন্ন যাত্রার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। টেলিগ্রাম করে হেনরি ড্রামন্ডকে কবির সম্মতির কথা জানিয়ে দেওয়া হল। জানিয়ে দেওয়া হল রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রাথমিক রূপরেখাটিও। ইংল্যান্ডেও শুরু হয়ে গেল যাবতীয় প্রস্তুতির। "দ্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান", "দ্য স্টেটসম্যান", "ফরোয়ার্ড"-সহ এ দেশেরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকল।১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানাজনকে চিঠি লিখে তাঁর আসন্ন বিদেশ সফরের শুভবার্তাটি জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লিখলেন, "শুনেছ বোধহয় আমি চলেছি য়ুরোপে ইংলণ্ডে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে।" বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন, "অক্সফোর্ডে একটি বক্তৃতার ফরমাস আছে সেটাও অবহেলা করবার নয়।"

নানা খুঁটিনাটি প্রস্তুতির পর ১২ মে ১৯২৮ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে প্রশান্তচন্দ্র আর রানি মহলানবিশকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনপথে চলেছেন মাদ্রাজের উদ্দেশে। কথা আছে অ্যান্ড্রুজ আর আরিয়াম সেখানে কবির সঙ্গে মিলিত হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক অসুস্থতা আর চিকিৎসকদের কঠোর নিষেধ বহু-প্রতীক্ষিত হিবার্ট-বক্তৃতা সহ বিদেশ ভ্রমণের যাবতীয় প্রস্তুতির উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল। এই দুঃসংবাদে ইংল্যান্ডে বক্তৃতা-আয়োজকেরাও হতাশ আর বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্যে অন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে রাখলেন। আশাহত রবীন্দ্রনাথ ৫ জুন রথীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "রথী, এবারের মত যাত্রা রহিত করা গেল। হিবার্ট লেকচারওয়ালারা লিখে পাঠিয়েছে আগামী বতরে এপ্রিলে বক্তৃতা দিলে ভালো হয়। যদি শরীরটাকে বিশ্রাম দিয়ে ধীরে ধীরে লিখি, তাহলে লেখা শেষ হলে নিশ্চিন্তমনে যেতে পারব।" আসলে মাদ্রাজে অসুস্থ হয়ে পড়ার পরেও নানা সামাজিক ব্যস্ততা রবীন্দ্রনাথকে মুক্তির অবকাশ দিতে পারেনি। মিসেস বেসান্ত এবং পিঠাপুরম-রাজের আতিথ্য গ্রহণ, পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ-সাক্ষাতার, কলম্বো-যাত্রা, সিংহল-উতবে যোগদান, আরও নানা ধকলে কবির শরীর আরও ভেঙে পড়েছিল।

১৯২৯ সালেও রবীন্দ্রনাথের আশা পূরণ হল না। বিদেশ ভ্রমণের বৃহত্তর আমন্ত্রণে তাঁকে বার বার দেশান্তরি হতে হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে জাপান, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার, আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো হয়ে পুনরায় জাপানে দীর্ঘ অবস্থান। সেখান থেকে ইন্দোচিন, সিঙ্গাপুর হয়ে ১২৪ দিন পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই ক্লান্তিকর দীর্ঘ ভ্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথ আর ১৯২৯ সালের হিবার্ট বক্তৃতার জন্য ইংল্যান্ড যাওয়ার উতাহ পাননি। তাঁর পরিবর্তে সে বারের বক্তৃতা দিয়েছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। ইউনিভার্সিটি অব ম্যাঞ্চেস্টার (ডিসেম্বর ১৯২৯) এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে (জানুয়ারি ১৯৩০) অনুষ্ঠিত তাঁর বক্তৃতাটির শিরোনাম ছিল "জীবনের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি"। ১৯৩২ সালে তাঁর বক্তৃতা লন্ডন থেকে "অ্যান আইডিয়ালিস্টিক ভিউ অব লাইফ" শিরোনামে বই

হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩০ সাল। আবার আহ্বান এসেছে সুদূর ইউরোপ থেকে। অক্সফোর্ড থেকেও এসেছে হিবার্ট-বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে রবীন্দ্রনাথ সব সময় ব্যাকুল। এ বারের ইউরোপ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই বিশেষ তাতর্যপূর্ণ। এ ছাড়াও তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী ইউরোপের শিল্পীদের সামনে তুলে ধরাও ছিল কবির অন্যতম অভিপ্রায়। এ বারের ভ্রমণটি তাঁর একাদশতম বিদেশ সফর।

কলকাতা থেকে যাত্রার সূচনা ২ মার্চ। কবির সঙ্গে চলেছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, কন্যা নন্দিনী, ডাক্তার সুহৃন্নাথ চৌধুরী, ডাক্তার নলিনীরঞ্জন এবং আরও কয়েক জন। যাত্রাপথে মাদ্রাজ মেলে বসেই তিনি রচনা করেছেন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত "সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে, দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে" গানটি। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর ২৬ মার্চ জাহাজ ইউরোপের মাটি স্পর্শ করল।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতার তারিখ ১৯ মে। তার আগে রবীন্দ্রনাথের অন্য বাসনাটি, অর্থাতইউরোপের শিল্পীদের সামনে নিজের ছবির প্রদর্শনীর পরিকল্পনাটি মিটিয়ে নিয়েছিলেন। কবির গুণমুগ্ধ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রচেষ্টা এবং আর্থিক সহযোগিতায় প্যারিসে তাঁর ১২৫টি ছবির এক সার্থক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অক্সফোর্ড থেকে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, "ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নি।" প্যারিস থেকে অ্যান্ড্রুজ আর অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে মে মাসের ১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে এসে পৌঁছলেন, আতিথ্য নিলেন হেনরি ড্রামন্ডের বাড়িতে।

১৯৩০ সালের হিবার্ট-বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের বিষয় ছিল মানুষের ধর্ম। যার মূল প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের মানবতাবোধ সম্পর্কে ধারণা বা চিরন্তন মানবের দৈবসত্তা। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মূলে রয়েছে মানবিকতা, মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তি। রবীন্দ্রদর্শনের একটি মৌলিক দিক হচ্ছে মনুষ্যত্ব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা এবং নিজেকে পরার্থে বিলিয়ে দেওয়া। মানুষকে বাদ দিয়ে বিশ্বজগত পারলৌকিক জগত সত্য, ধর্ম কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম" নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।"

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মোট তিনটি বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রথমটি ১৯ মে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে। উপস্থিত ছিলেন সেখানকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন এবং বহু উৎসাহী স্থানীয় ভারতীয়। সে দিন শ্রোতাদের ভিড়ে প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না। গত বারের হিবার্ট-বক্তা রাধাকৃষ্ণন তখন অক্সফোর্ডে '২স্পলডিং অধ্যাপক" হিসেবে কর্মরত। সে দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকেও ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১ মে এবং তৃতীয়টি ২৬ মে। রবীন্দ্রনাথের কথা শোনার জন্য মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, যা ভিড় হয়েছিল, তা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির হিবার্ট-বক্তৃতার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার সগৌরব প্রতিবেদন ছিল, "নো সিরিজ অব হিবার্ট লেকচার হ্যাজ আরাউজড মোর পাবলিক ইন্টারেস্ট দ্যান দ্য প্রেজেন্ট ওয়ান।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এতদিন সাহিত্যিক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন তাঁহাকে তত্ত্বদর্শীর সম্মান দান করিল।"

রবীন্দ্রনাথের "হিবার্ট- লেকচার" গুলি একত্রে সঙ্কলিত করে ১৯৩০ সালে লন্ডনের "অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন" থেকে "দ্য রিলিজিয়ন অব ম্যান" শীর্ষক বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পনেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত বইটি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা, মানবতা এবং সমস্ত জীবের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আত্মোপলব্ধির একটি মূল্যবান দলিল। তাঁর মতে "মানুষের ধর্ম" নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সীমানা অতিক্রম করে মানুষের অস্তিত্বের গভীর উপলব্ধি এবং জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে উন্নীত করে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সকল মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া একমাত্র সত্য বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল শুধু মাত্র দার্শনিক ভাবনা হিসাবে নয়, আধ্যাত্মিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার অপরিণত বয়স থেকে আজকের দিন পর্যন্ত জুড়ে, লেখার বৃহতঅংশে রয়েছে এই ভাবনার ক্রমবর্ধমানের ইতিহাস। ঐক্যবদ্ধ প্রেরণায় গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যে কাজ আমি শুরু করেছি, যে শব্দ আমি উচ্চারণ করেছি, সে বিষয়ে অবগত হলেও তার সত্যিকারের সংজ্ঞা আজও আমার অজানা।"

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট-বক্তৃতাগুলি সঙ্কলিত করে প্রকাশিত হয়েছে "মানুষের ধর্ম" শিরোনামের বই। তাঁর কথায়, "স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে কংগ্রেস এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

শাস্তিপ্রাপ্ত আইএএস পূজা খেড়করের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জালিয়াতি মামলায় বহিষ্কৃত প্রশিক্ষণরত আইএএস পূজা খেড়করের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাই কোর্ট। গ্রেফতারি এড়াতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পূজা। অতীতে সেই মামলায় রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত। তবে সোমবার সেই রক্ষাকবচ তুলে নিলেন বিচারপতি। একই সঙ্গে আদালত জানায়, পূজা শুধু ইউপিএসসি-র সঙ্গে নয়, দেশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন!

গত মাসেই পূজার মামলার শুনানি শেষ হয়েছিল দিল্লি হাই কোর্টে। তবে রায় সংরক্ষিত রেখেছিলেন বিচারপতি। সোমবার রায় দেওয়ার সময় বিচারপতি জানান, প্রাথমিক যা তথ্য মিলেছে, তা থেকে পূজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলেছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, পূজা ইউপিএসসি পরীক্ষায় সংরক্ষণের সুবিধা পেতে যে নথি ব্যবহার করেছেন তা ভুয়ো। তিনি কোনও ভাবেই সেই সংরক্ষণের আওতায় পড়েন না। তিনি যা করেছেন তা বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। তিনি প্রশাসনকে প্রভাবিত করা চেষ্টা করেছেন। আদালত আরও জানিয়েছে, যদি মামলাকারীর আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়, তবে তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে।

আদালত রায় দেওয়ার সময় আরও বলে, ইউপিএসসি বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জালিয়াতি করে শুধু ইউপিএসসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নয়, গোটা দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন পূজা।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে বিপ্লব:

ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এনেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

সন্তোষ কুমার/রিতু কাটারিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪: সারা দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ থেকে (এমএসএমই) রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ সালে যেখানে এই ক্ষেত্রে রপ্তানি ছিল ৩.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা, সেখান থেকে ২০২৪-২৫ সালে রপ্তানি বেড়ে হয়েছে ১২.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা। যা ভারতের অর্থনীতির উচ্চ বৃদ্ধিতে এবং বিশ্ব বাণিজ্যকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে মোট রপ্তানিকারক অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সংখ্যা ছিল ৫২,৮৪৯ সেখানে ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ১,৭৩,৩৫০। ২০২৩-২৪ সালে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ রপ্তানিতে ৪৫.৭৩ অবদান রেখেছে, যা ২০২৪ সালের মে মাসে ৪৫.৭৯ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ভারতের বানিজ্যিক বিচারে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে তুলে ধরেছে।

ভারতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা প্রদর্শন করেছে, যা বছরের পর বছর ধরে দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ভারতের জিডিপিতে এমএসএমই দ্বারা মোট মূল্য সংযোজন (জিভিএ) ২০১৭-১৮ সালে ২৯.৭ ছিল, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে উভয় ক্ষেত্রেই ৩০.২ বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা মহামারীর সময় বিপর্যয়ের মধ্যেও এই ক্ষেত্রটি ২০২০-২১ সালে ২৭.৩ অবদান বজায় রেখেছে, যা ২০২১-২২ সালে ২৯.৬ হয়। এই পরিসংখ্যান দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা চালানোর ক্ষেত্রে ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে, যা ভারতীয় অর্থনীতিতে এর স্থায়ী শক্তি ও গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলি মাঝারি শিল্পোদ্যোগে পরিণত হওয়ায় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের বিকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২০ সালের পয়লা জুলাই প্রযোজ্য সংশোধিত শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে, এমএসএমইগুলি নিম্নরূপ শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছেঃ

অতিক্ষুদ্র উদ্যোগঃ যেখানে কারখানা এবং যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামগুলিতে বিনিয়োগ এক কোটি টাকার বেশি নয় এবং বার্ষিক টার্নওভার পাঁচ কোটি টাকার বেশি নয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগঃ যেখানে কারখানা এবং যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামগুলিতে বিনিয়োগ দশ কোটি টাকার বেশি নয় এবং বার্ষিক টার্নওভার পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি নয়।

মাঝারি উদ্যোগঃ যেখানে কারখানা এবং যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামগুলিতে বিনিয়োগ পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি নয় এবং বার্ষিক টার্নওভার দুইশো পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি নয়।

২০২০ সালের পয়লা জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ২৪ শে জুলাইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোগ মাঝারি উদ্যোগে রূপান্তরিত হয়। ২০২০-২১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৭১৪ টি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগকে মাঝারি ও ৩,৭০১টি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগকে মাঝারি শিল্পোদ্যোগে উন্নীত করা হয়েছে। এই সংখ্যাটি ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, ২৩৭২টি অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ১৭৭৪৫টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ মাঝারি উদ্যগে পরিনত হয়েছে। এই অগ্রগতি ভারতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের শক্তিশালী বৃদ্ধি এবং গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করে।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে হল ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের মেরুদণ্ড, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোগের প্রচার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ। স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন এবং অভিযোজন যোগ্যতার মাধ্যমে, এমএসএমইগুলি ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রবৃদ্ধিকে চালিত করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান করেছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করেছে। যেহেতু ভারত নিজেকে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়ায়।

সংরক্ষণ ইস্যুতে বিক্ষোভে যোগ দিলেন ইলতিজা, বললেন রাজনীতি করতে আসিনি

শ্রীনগর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): পিডিপি নেতা ইলতিজা মুফতি সোমবার সংরক্ষণ ইস্যুতে শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ইলতিজা মুফতি বলেছেন, 'আমরা এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং রাজ্যের মর্য্যাদা নিয়েই রাজনীতি হচ্ছে, কিন্তু যুবকদের নিয়ে কেউ কথা বলছেন না। তাদের মৌলিক দাবি রয়েছে - যেমন সংরক্ষণ করা উচিত ন্যায়সঙ্গত এবং বৈষম্যমূলক নয়। আমরা আশা করছি, সরকার বিশাল জনাদেশ নিয়ে এবং একটি প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে যে তারা সংরক্ষণের যৌক্তিকতা করবে - আমরা আশা করি এনসি সরকার সময়সীমার মধ্যে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।'

উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেরলের রাজ্যপালের

দেরাদুন, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : দু'দিনের সফরে উত্তরাখণ্ডে এসেছেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। সোমবার তিনি সাক্ষাৎ করলেন উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপালের সঙ্গে।

জানা গেছে, কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান সোমবার উত্তরাখণ্ডের রাজভবনে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল গুরমিত সিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) গুরমিত সিং স্বাগত জানান কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে। তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়।

বৃহস্পতিবার থেকে ছিলেন নিখোঁজ, কাঁসাই নদী থেকে উদ্ধার প্রৌঢ়ের মৃতদেহ

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডেবরা নন্দবাড়ী এলাকায় কাঁসাই নদী থেকে উদ্ধার হল এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ। তাঁর নাম নারায়ণ চন্দ্র পাল (৬৫)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি, এরপর সোমবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন নারায়ণ বাবু। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর সোমবার সকালে কাঁসাই নদী থেকে উদ্ধার হয় প্রৌঢ়ের মৃতদেহ।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে সরকার এ পর্যন্ত ১,১৬৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেছেঃ শ্রী চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪:কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ জাতীয় কৃষক দিবস-২০২৪ উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের পুনের "কৃষি গবেষণা পরিষদ-কৃষি প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে" আয়োজিত 'কিষাণ সম্মান দিবস এবং কৃষক ও গ্রামোন্নয়ন সুবিধাভোগী সম্মেলনে' অংশগ্রহণ করেন। শ্রী চৌহান তাঁর ভাষণে বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্লাস ()-এর আওতায় মহারাষ্ট্রের জন্য ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৭৮টি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে এবং এখন এটি চূড়ান্ত তালিকার অধীনে রয়েছেউ এই অতিরিক্ত বাড়িগুলি মহারাষ্ট্রে বরাদ্দ করা হবে। সরকার এই অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে যাতে কোনও মানুষ যেন পাকা বাড়ি থেকে বঞ্চিত না হয়।

মহারাষ্ট্রে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট ১৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৬৭টি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর জন্য মোট আনুমানিক ব্যয় হবে ২৯,৫০১ কোটি টাকা। নবগঠিত রাজ্য সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শ্রী চৌহান বলেন, দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রই প্রথম রাজ্য যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, যাঁরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যোগদানের সুযোগ পাননি বা যাঁদের নাম সমীক্ষার তালিকায় নেই, তাঁদের এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, আগে যাঁরা দু'চাকার গাড়ি ও টেলিফোন ব্যবহার করতেন, তাঁরা এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত থাকতেন, কিন্তু এখন আবাস প্লাস () প্রকল্পের আওতায় তাঁরা সকলেই একটি বাড়ির সুবিধা পাবেন। নতুন সমীক্ষা অনুযায়ী, এখন ১৫ হাজার মাসিক আয়ের মানুষ এবং যাদের ৫ একরের বেশি জমিতে সেচ নেই, তারাও এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারবেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকার নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সারা দেশে ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১.১৫ কোটি বোনকে 'লাখপতি দিদি' করা হয়েছে, কারণ মহিলাদের স্বসহায়ক দলগুলি ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে শ্রী চৌহান বলেন, ইউপিএ সরকারের আমলে কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল মাত্র ২৩ হাজার কোটি টাকা, যেখানে মোদী সরকারের আমলে তা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকার মোট ৪৫টি কর্মসূচির আওতায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাকৃতিক কৃষি মিশনের আওতায় উৎপাদনের পরিমাণ বজায় রেখে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক চাষের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এর ফলে সবাই উপকৃত হবেন। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সরকার এ পর্যন্ত ১,১৬৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৬৫টি ফসলের ১০৯টি নতুন জাতের বীজ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এটি প্রাকৃতিক চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, এই পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের জন্য তৈরি করা হয়নি; এটি পোকামাকড় এবং পতঙ্গের মতো সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর জন্য তৈরি করা হয়েছে। কীটনাশকের নির্বিচারে ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে শ্রী চৌহান বলেছেন যে, এই মুহূর্তে আমাদের প্রাকৃতিক চাষাবাদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং পূর্ণ সক্ষমতার সাথে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি আমাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যে মূল্য সংযুক্ত করবে। সরকার কৃষকদের ফসল সংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিরন্তর কাজ করছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের এমন প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে, যাতে কম জল দিয়ে বেশি সেচের কাজ করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কমানোর ওপর জোর দিয়ে শ্রী চৌহান বলেন, গত বছর তাঁর সরকার কৃষকদের ১.৯৪ মেট্রিক টন ভর্তুকি দিয়েছে।

জাতীয় কৃষক দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর আজ পুনের "আইসিএআর-এটিএআরআই"-তে কিষাণ সম্মান দিবস এবং কৃষক ও গ্রামোন্নয়ন সুবিধাভোগী সম্মেলনের আয়োজন করে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ, মহারাষ্ট্র সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসকদের অবস্থানস্থলে সমবেতর ঊর্ধসীমা কমে হল ১০০

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতার ধর্মতলায় চিকিৎসকদের অবস্থান বিক্ষোভে সমবেতর সংখ্যার ঊর্ধসীমা ২০০-২৫০ জন থেকে ১০০ জনে নামিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল ২০০-২৫০ জন প্রতিদিন ধর্নায় বসতে পারবে। সেই সংখ্যাটা কমিয়ে সোমবার ১০০ জন করা হল। সোমবার এই অনুমতি দিল বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্য এ দিন আবেদন করে, বড়দিনের ছুটির সময় কলকাতায় ভিড় হয়। সেই আবহে অন্তত ২৪, ২৫ ডিসেম্বর যেন কর্মসূচি বন্ধ রাখা হয়।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন উৎসবের সময় কেন ডোরিনা ক্রসিঙের মতো জায়গা আটকে ধর্না কর্মসূচি পালন করা হবে? সাধারণ মানুষের কি অধিকার নেই বড়দিন পালন করার? লোকজনের যাতায়াতের সমস্যা হবে কেন? যানজটের সৃষ্টি করে কেন এই সময় ধর্না?"

চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এর উত্তরে বলেন,

২৫ ডিসেম্বর লোকজন ধর্মতলায় আসে না। পার্ক স্ট্রিটে যায়। গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে দেওয়া আছে পুরো মঞ্চটা। কিছু লোক আসছে তারা দেখে চলে যাচ্ছে। বড়দিনের জন্য আলাদা করে এই ধর্না অবস্থান কোনও সমস্যাই তৈরি করছে না। শান্তি পূর্ণ ধর্না অবস্থান করা মৌলিক অধিকার নাগরিকের।"

রাজ্যের তরফে চিকিৎসকদের প্রস্তাব দেওয়া হয় ২৫ ডিসেম্বর তাদের কর্মসূচি বন্ধ রেখে ২৭ ডিসেম্বর করতে।

সে ব্যাপারে চিকিৎসকরা সম্মত কিনা সেটাও আদালতকে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।তবে, চিকিৎসকদের আইনজীবী জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের কর্মসূচির পরিবর্তন করা যাবে না।

PNIeT NO- 30 /EE/PWD(DWS)/AME/2024-25

Single bid percentage rate e-tender is invited for 05(Five) Nos works viz Construction of 10000 gallon reservoir, Construction of Innovative Scheme & extension of DI Pipeline under Ganganagar, Chawmanu & AMC area under DWS Division, Ambassa

Last date & time for online Bidding: 10-01-2025 upto 3:00 PM, Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

All details can be seen press notice website wwwelripuralendersgov.in at free of cpst, For contact emails dwsdhalaiambassa@gmailcom Landline 03826295083

For and on behalf gf Governor of Tripura

ICA/C-2984/24

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER
Tender Ref No.F.2 (600)-MED/canteen/RKS/2021-22
Dt. 18/12/2024

Tender for "Starting the Hospital canteen on rental basis in AGMC & GBPH, Agartala"

A tender is hereby invited from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier /dealer/distributor/ in the state of Tripura ' + "Starting the Hospital canteen on rental basis in AGMC 8 GBPH, Agariala"

The details of tender, list of items and tender documents are made available on website (https://tripuratenders.gov.in/). ne last date /time of submission of tender documents by online is 19.01.2025 as upto.05.00 PM

All future modification /corrigendum shall be made available in the above website. Bidders are requested to get the update themselves from the procurement web portal only.

ICA/C-2998/24

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 27/ EE-IED/AMB/2024-25 Dated: 20/12/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	58/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 7,66,577.00	₹ 15,332.00	Upto 17.00 Hrs on 07/01/2025	At 10.00 Hrs on 08/01/2025
2	59/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,27,658.00	₹ 2,553.00		
3	60/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,27,658.00	₹ 2,553.00		
4	61/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,27,658.00	₹ 2,553.00		
5	62/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 1,27,658.00	₹ 2,553.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/ For and on behalf of Goyernor of Tripura.

ICA/C-3002/24

(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
M: +91-94361-24519

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:-

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 109 /SE/WRC-I/ DNIeT/ 2024-25	₹ 38, 51,063.00	₹ 77, 021.00	180(one hundred eighty)days	Rs.1000.00
2	DNIeT No: 110 /SE/WRC-I/ DNIeT/ 2024-25.	₹ 51, 93,395.00	₹ 1, 03,868.00	180(one hundred eighty)days	Rs.4000.00
3	DNIeT No: 111/SE/WRC-I/ DNIeT/ 2024-25.	₹ 55, 94,781.00	₹ 1, 11,896.00	180(one hundred eighty)days	Rs.4000.00
4.	DNIeT No: 86/EE/WRD-II/ 2024-25	₹ 14, 98,133.00	₹ 29, 963.00	180(one hundred eighty)days	Rs.1000.00
5.	DNIeT No: 87/EE/WRD-II/ 2024-25	₹24, 20,731.00	₹ 48,415.00	90(Ninety)Days	Rs.1000.00

Last Date of bidding for bids 27 -12-2024 upto 15.00Hrs.
Opening of Bid on 27 -12-2024 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-2992/24

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

সন্ধান চাই

Ref- West Agartala Women PS GD Entry No.07, dated- 15/12/24

পাশের ছবিটি শ্রীমতি পুষ্পা মল্লিক, স্বামী- শুভঙ্কর দাস, সাং- ভট্টপুকুর তহশিলদার পাড়া, থানা- পশ্চিম আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ২২ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট গায়ের রং- ফর্সা, পরনে- চুড়িদার। গত ৩১/০৭/২০২৪ইং তারিখ আনুমানিক ৯ টা ১৫ মিনিটে কাউকে কিছু না বলে স্বামীর বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জি.বি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-1549/24

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e- tender

PNIe-T- No: 09/DIV-II/AMC/2024-25 **Dated:- 19/12/2024**

Sl No.	D.N.I.E-T No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIe-T No.08/DIV-II/ AMC/204-25	7,76,668.00	15,533.00	90(Ninety) Days

Last date and time for document downloading/bidding: 26/12/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website : //tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division NO-II,
Agartala Municipal Corporation.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/EE/WR-III/UDP/2024-25 DATE: 19.12.2024

	Name of Work	ESTIMATED COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	BID FEE (in Rs)	TIME FOR COMPLETION (in MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 55/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2024-25	4,58,274	9,165	1000	02 (Two) Months	Up to 15.00 Hrs on 27.12.2024	At 15.30 Hrs on 27.12.2024 (if possible)	Appropriate Class
2	DNIeT No. 56/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2024-25	7,09,376	14,188	1000	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 27.12.2024	At 15.30 Hrs on 27.12.2024 (if possible)	Appropriate Class
3	DNIeT No. 57/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2024-25	6,98,756	13,975	1000	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 27.12.2024	At 15.30 Hrs on 27.12.2024 (if possible)	Appropriate Class
4	DNIeT No. 58/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2024-25	6,99,293	13,986	1000	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 27.12.2024	At 15.30 Hrs on 27.12.2024 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

(Er. Rati Ra. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

ICA/C-2987/24

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওজন বাড়াতে চাইলে এই খাবারগুলি আপনার জন্য

অতিরিক্ত ওজন যেমন ভালো নয়, স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন থাকাও ঠিক নয়। ওজন বাড়াতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের ব্যক্তিদের প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি। জেনে নিন কোন কোন খাবার খেলে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়াতে পারবেন। বিশেষজ্ঞের মতে, যেসব খাবার প্রোটিন এবং চর্বিযুক্ত কিংবা রেড মিট খেলে পেশির মাংস এবং ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে সামুদ্রিক খাবারে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যালোরি, প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ বেশি থাকে, ফলে যারা ওজন বাড়াতে চায়, তাদের এই ধরনের খাবার আর্দশ। ওজন বাড়াতে চাইলে ভাতের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞের মতে, ভাত শর্করা জাতীয় খাবার, এছাড়া এটি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালেরিতে সমৃদ্ধ। তাই ভাত ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

যদি আপনি স্বাস্থ্যকর ডায়েট ফলো করতে চান, তবে নিজের খাদ্য তালিকায় ব্রাউন রাইস রাখতে পারেন। এইসব ছাড়াও যাদের খিদে কম তাদের জন্য অল্প ভাত খেয়েই ওজন বাড়ানো খুব সহজ। ওজন বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের ক্ষেত্রে বাদামের জুরি মেলা ভার। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাদামকে আপনি স্ন্যাকসের মতো খেতে পারেন।

যা আপনাকে ওজন বাড়াতে সাহায্য করবে। বাদামে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর ফ্যাটই নয়, এতে ক্যালোরিও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধির জন্য আদর্শ। ওজন বাড়াতে প্রতিদিনের ডায়েটে আলু রাখতে ভুলবেন না। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার এবং ভিটামিন সি থাকে। আলু এবং স্টার্চ সমৃদ্ধ খাবার ক্যালোরিতে ভরপুর হওয়ায় ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

এই খাবার খাওয়ার পর জল পান করলেই বিপদ

খাবার খেতে খেতে জল খাওয়ার অভ্যাস ভালো নয়। শুধু খাবার খাওয়ার সময় নয়, খাওয়ার একদম পরেই জল পান করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে অনেক সময়ে পরিস্থিতি এমন থাকে যে, খাওয়ার পরে জল না খেলে স্বস্তি পাওয়া যায় না। তেমন ক্ষেত্রে জল পান করতেই হয়।তবে কিন্তু কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি খাওয়ার পর জল পান করা একেবারেই উচিত নয়।

সে তালিকায় সবার ওপরে থাকবে ফলমূল। ফল খাওয়ার পর জল না খাওয়াই ভালো। এতে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। লেবু, শসা, তরমুজের মতো ফল নিয়ম করে খেলে সুফল পাওয়া যায়।

মুখরোচক খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জল না খাওয়াই ভাল। তাতে এই ধরনের খাবার হজম করা কঠিন। মশলাদার খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল যদি শরীরে যায়, তবে খাবার হজম হতে সময় বেশি নেবে। তাই ভাজা কোনও খাবার খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা পর জল পান করা ভাল।

আইসক্রিম খাওয়ার পরজল খেতে বারণ করেন চিকিৎসকরা। এর কারণ, অতিরিক্ত ঠান্ডা আইসক্রিম আর সাধারণ তাপমাত্রার জল একসঙ্গে প্রবেশ করলে তা গলার ক্ষতি করতে পারে। এতে ঠান্ডা-গরম লেগে গলা ব্যথা শুরু হতে পারে।

ভাজাভুজি খেলেই শরীরে অস্বস্তি হয়?

শীত মানেই লাগাম ছাড়া খাওয়াদাওয়া। পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ, বিয়েবাড়ি তো লেগেই থাকে। তাছাড়া, বাড়িতেও মাঝেমধ্যে কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া চলে। লাঞ্চ, ডিনারে তো জমিয়ে খাওয়া হয়ই। পাশাপাশি রোজ সন্ধ্যা বেলায়ও ভাজাভুজি খেতে মন চায়। চপ, পকোড়া, শিঙাড়া, চাউমিন, রোল, মোমো - কিছু না কিছু থাকেই প্রায় দিন বিকেলের মেনুতে।

তেল-মশলাদার খাবার খাওয়ার পরেই শুরু হয় অস্বস্তি। পেট ভার হয়ে থাকে। গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হয়। রোজ এই ভাবে খেতে থাকলে কিন্তু রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, ওবেসিটির সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই বলে কি ভাজাভুজি খাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে? না একেবারেই নয়! মাঝেমধ্যে ভাজাভুজি খাওয়া যেতেই পারে। তবে খাওয়ার পর মানতে হবে বেশ কিছু শর্ত। জেনে নিন তেলেভাজা খাওয়ার পর কী কী নিয়ম মেনে চলবেন।

গরম জল পান করুন

ভাজাভুজি খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে তাড়াতাড়ি খাবার হজম হয়। ফলে পেট ভার হয়ে থাকে না।

গ্রিন টি

ভাজাভুজি খাওয়ার পর গ্রিন টি-ও খেতে পারেন। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ভালো হজমে সাহায্য করে। তাই তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রিন টি খেলে শরীরের অস্বস্তি ভাব দূর হবে।

টক দই

আয়ুর্বেদ অনুসারে, ভারী খাবার খেয়ে তারপর এক বাটি টক দই খেলে সবচেয়ে ভাল উপকার পাবেন। দই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। আর খাবারও চটজলদি হজম করায়। টক দইয়ে থাকা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডিটি প্রতিরোধ করে।

ঠান্ডা খাবার খাবেন না

ভাজাভুজি খাওয়ার পর পরই আইসক্রিম বা ঠান্ডা সফ ড্রিঙ্কস ভুলেও খাবেন না। এই সব খাবার হজম প্রক্রিয়ায় বাঁধা দেয়, ফলে পেট ভার হয়ে থাকে। বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়। শারীরিক অস্বস্তি আরও বাড়ে।

কিছুক্ষণ হাঁটুন তৈলাক্ত খাবার বা ভাজাভুজি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে যাবেন না। এতে হজমের গোলমাল শুরু হয়। শারীরিক অস্বস্তি আরও বাড়ে। তাই খাবার খাওয়ার পর খানিকক্ষণ হাঁটাচলা করুন। এতে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হবে।

শুধু যে তেলেভাজা খাওয়ার পরই হাঁটতে হবে তা কিন্তু নয়, প্রতিটি বড় খাবারের পরেই বেশ খানিকক্ষণ হাঁটাচলা করা শরীরের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। এতে হজম ভালো হয় এবং বিপাকও বাড়ে। জোয়ানের জল খাবারের পরে হালকা গরম জলের সঙ্গে এক চা চামচ জোয়ান খাওয়া খুবই উপকারী। এতে খাবার দ্রুত হজম হয়। গ্যাস, অ্যাসিডিট, পেট ফাঁপা এবং বদহজমের সমস্যা দেখা দেয় না। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সকালে দুধ-কর্নফ্লেক্স খাওয়ার অভ্যাস? সাবধান, এই খাবার থেকে বাড়তে পারে ক্যান্সারের ঝুঁকি

সুস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ এলেই চিকিতকরা বরাবর গুরুত্ব দেন খাদ্যাভ্যাসের উপর। শরীর সুস্থ রাখার অন্যতম দাওয়াই হল স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস। বিশেষ করে, দিনের প্রথম খাবার কেমন হচ্ছে, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের শারীরিক অবস্থা। অনেকেই ব্রেকফাস্ট বা প্রাতরাশকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে খালি পেটেই কাজে বেড়িয়ে পড়েন।

কেউ আবার সব জেনেবুঝেও প্রাতরাশকে অবহেলা করেন। দিনের পর দিন এমন চলতে থাকলে দেখা দিতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা। তাই শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে সকালের খাবার বাদ দিলে চলবে না। তবে শুধু খেলেই হল না, কী খাচ্ছেন সেটা দেখাও জরুরি। সকালে আমরা এমন অনেক ধরনের খাবার খাই, যাতে শরীরের লাভ তো হয়ই না, উল্টে ক্ষতি হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আল্ট্রা-প্রসেসড ফুড বেশি খেলে খাদ্যনালী-সহ উপরের অ্যারোডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এতে মাথা ও গলার ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন এমন চার ধরনের অতি-প্রক্রিয়াজাত বা আল্ট্রা-প্রসেসড খাবারের উল্লেখ করেছে, যা সাধারণত আমরা রোজের ব্রেকফাস্টে খেয়ে থাকি এবং এর ফলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে।

রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস

ক্যান্সার কাউন্সিল এর মতে, রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস অত্যধিক খাওয়ার ফলে পেটের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। প্রক্রিয়াজাত মাংসের নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক থাকে, যা ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। প্রিজার্ভ করা রেড মিট কার্সিনোজেনিক। গবেষণা বলছে, রেড মিট থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রক্রিয়াজাত মাংসকে ক্লাস ওয়ান কার্সিনোজেন হিসেবে চিহ্নিত করে। কার্সিনোজেন এর অর্থ বিষাক্ত রাসায়নিক - যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করলে অ্যাক্রিলামাইড রাসায়নিক তৈরি হয়। এই অ্যাক্রিলামাইড শরীরে ক্যান্সার কোষ উতন্ন করে। প্যাকেটজাত ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালেও এই বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি হয়। গবেষণা বলছে, পাউরুটি, আলু বা রাঙা আলু এমন ভাবে রান্না করা উচিত যাতে সোনালি-হলুদ রং ধরে। বেশি ভাজা বাদামি রঙের খাবারে এই ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি হয়, যা শরীরে গেলে ক্যান্সার হতে পারে। ক্রাকার, কিছু বেবি ফুড, ব্রেড, বিস্কুট ও কফির ক্ষেত্রেও এই ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

ব্রেড

ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের গবেষণায় দেখা গেছে, পাউরুটির ৩৮টি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ৮৪ শতাংশই রাসায়নিকযুক্ত, যা আমাদের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। পটাশিয়াম ব্রোমেট এবং পটাশিয়াম আয়োডেট বেশ কয়েক ধরনের ব্রেডের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। পটাশিয়াম ব্রোমেট হল ক্যাটাগরি ২B কার্সিনোজেন, যা ক্যান্সার সৃষ্টি করে। আর, পটাশিয়াম আয়োডেটের কারণে থাইরয়েড রোগ দেখা দেয়।

ফলের স্বাদযুক্ত দই

কিছু ফ্লেভারের দইতে অ্যাসপার্টাম নামক কৃত্রিম মিষ্টি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কৃত্রিম মিষ্টিকে কার্সিনোজেনিক বলে চিহ্নিত করেছে, যা ক্যানসারের কারণ। অর্থাতক্যান্সারের মতো মারণ রোগের আশঙ্কা বাড়ে এই কৃত্রিম মিষ্টির ব্যবহারে। তবে এ ব্যাপারে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কাজের ফাঁকে স্বাস্থ্যকর কী খাবেন ভাবছেন?

ওজন ঝরাতে ডায়েট শুরু করেছেন বটে, তবে অফিসে শত ব্যস্ততার মাঝে ডায়েটের দিকে নজর রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। সময় বেঁধে অফিসে ঢুকলেও বেরোনোর কোনও ঠিক থাকে না। ফলে সময়ে খাওয়াদাওয়াও হয় না। কিন্তু, দিনভর কাজ করতে হলে শরীর তো চাঙ্গা রাখতে হবে। কোনও কোনও দিন কাজের চাপ এতই বেশি থাকে যে, ভারী খাবার খাওয়ার সময় থাকে না।

এমন দিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই খেতে হবে অল্প অল্প খাবার, যাতে কাজের মাঝে পেটও ভরবে আর ওজনও বাগে থাকবে। জেনে নিন, রোল, চাউমিন, বার্গার ছাড়া অল্প ক্যালোরির মধ্যে সুস্বাদু কোন কোন স্ন্যাকস রাখতেই পারেন টিফিন বাক্সে? এ ক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন আলুর উপরে। না, সাধারণ আলু নয়, রাঙা আলু দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন কিছু স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস।

মিষ্টি আলুর প্যাটি: আলু ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়ে সঙ্গে পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, ধনেপাতা, সামান্য কর্নফ্লাওয়ার, অল্প জল, নুন, গোলমরিচ ও চিলিফ্লেক্স মিশিয়ে মেখে নিন। এ বার সামান্য মিশ্রণ হাতে তুলে ছোট চ্যাপ্টা প্যাটির আকারে গড়ে নিন। তার পর সামান্য তেলে ঢাকা দিয়ে অল্প আঁচে ভেজে নিন। টোম্যেটো সসের সঙ্গে টিফিনে নিয়ে যেতে পারেন এই প্যাটি।

রাঙা আলুর চাট: মুখরোচক স্ন্যাকস বলতে প্রথমেই মাথায় আসে চাটের কথা। রাঙা আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। সামান্য তেলে লালচে করে ভেজে নিন আলুর টুকরোগুলি। এ বার আলুর মধ্যে পাতিলেবুর রস, চাট মশলা, ভাজা জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তাতে স্বাদ মতো নুন, কাঁচা লঙ্কা কুচি ও ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিলেই চাট তৈরি।

রাঙা আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই: রাঙা আলুর খোসা ছাড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের আকারে কেটে নিন। ভাল করে ধুয়ে নিন, যাতে আলুর মধ্যে থাকা স্টার্চ যতটা সম্ভব বেরিয়ে যায়। একটি পাত্রে ঠান্ডা জল নিয়ে, তার মধ্যে আলুর টুকরো অন্তত আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এ বার জল থেকে আলু তুলে ন্যাপকিন দিয়ে চেপে চেপে সমস্ত জল শুকিয়ে নিন। আলুতে নুন ও অল্প তেল মাখিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে ভেজে নিন। ভাজার পরিবর্তে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আলু বেক করেও নিতে পারেন। ভাজা আলুতে পেরিপেরি মশলা মিশিয়ে টিফিন বাক্সে ভরে নিতে পারেন।

বয়স ৪০ পেরিয়েছে? মেনে চলুন খাওয়াদাওয়ার এই ৬ নিয়ম

আজকাল বয়স ৪০ পেরোতে না পেরোতেই শরীরে জাঁকিয়ে বসে একাধিক সমস্যা। শরীর ভিতর থেকে কমজোরি হয়ে পড়তে শুরু করে। অল্পেতেই যেন খুব ক্লান্তবোধ হয়। ঘাটতি পড়ে এনার্জিতেও। কোলেস্টেরল, প্রেশার, সুগারের মতো নানা ক্রনিক সমস্যা ধীরে ধীরে বাসা বাঁধতে থাকে। এ সবের মূল কারণ কিন্তু আমাদের রোজকারের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রা। তাই চল্লিশের আগে থেকেই নিজের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া জরুরি। নাহলে বয়সকালে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করবে।

বয়স যা-ই হোক, সুস্থ থাকতে খাওয়াদাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোজ কী খাচ্ছেন, তার উপর অনেকাংশ নির্ভর করে স্বাস্থ্যের হাল। গবেষণা বলছে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস মধ্যবয়সী ব্যক্তিদের জীবনকাল প্রায় এক দশক বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ৪০-এর পর খাওয়াদাওয়ায় পরিবর্তন আনা খুব জরুরি। জেনে নিন, ৪০-এর পরেও ফিট অ্যান্ড ফাইন থাকতে রোজের ডায়েটে কী বদল আনবেন।

অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট, চিনি এবং সোডিয়াম

৪০ বছর বয়সের পরে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া একেবারেই বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে যে সব খাবারে চিনি, নুন ও ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, সে সব খাবার একেবারেই খেলে চলবে না। বাইরের খাবারও এড়িয়ে চলতে হবে। এগুলি বেশি খেলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকে।

ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ

ফাইবার, মিনারেল, ভিটামিন আছে এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে। এই পুষ্টিগুলি শরীর সুস্থ ও ফিট রাখে। দীর্ঘস্থায়ী রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করে। এগুলির অভাবে নানা অসুখ বাসা বাঁধতে পারে শরীরে।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য

একটা বয়সের পর থেকে পেটের নানা গোলমাল লেগেই থাকে। গ্যাস, অ্যাসিডিটি, অম্বলের সমস্যা হামেশাই হয়। এই সব সমস্যা থেকে আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং সময়মতো খাওয়াদাওয়া করা প্রয়োজন।

ফল ও শাকসবজি

সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত টাটকা ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকরা। এই খাবারগুলিতে ভিটামিন, খনিজ, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এগুলি সামগ্রিক শরীর সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

ফ্যাটি ফিশ

স্যালমন, ম্যাকেরেল এবং সার্ডিন জাতীয় মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে প্রচুর পরিমাণে, যা হার্টের জন্য খুবই উপকারী। তাই সুস্থ থাকতে রোজের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন এই সব ফ্যাটি ফিশ।

বাদাম এবং বীজ

নানা ধরনের বাদাম এবং বীজেও ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। এগুলি হার্টের জন্য উপকারী এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

গর্ভাবস্থায় যে খাবারগুলো নিরাপদ মহিলাদের জন্য

গর্ভাবস্থায় সুষম খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক কী কী খাবেন এই সময়ে, কোন কোন খাবার কতটা পরিমাণে খাওয়া দরকার, কোন কোন খাবার খাওয়া এই সময় নিরাপদ তা অনেকেই জানেন না। এই সময় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খুব জরুরি উদ্ভিজ উত সব সময় বেছে নেওয়া উচিত কারণ এটা প্রাকৃতিক।

প্রোটিন সমৃদ্ধ যে কোনো ধরনের ডাল খাওয়া এই সময় একান্ত দরকার। সাথে মটর শুটি, সোয়াবিন খাওয়া ভালো কারণ এতে আয়রন এর সাথে অন্যান্য দরকারি ভিটামিন ও উপাদান থাকে। সিম জাতীয় খাবার বেছে নেওয়া যেতে পারে। এদের অনেকের মধ্যেই ভিটামিন "এ" থাকে যা শরীরের বিকাশে এবং গঠনে সাহায্যকারী। এতে জন্মের পর অনেক সময় বাচ্চা কম ওজনের হওয়া থেকে মুক্তি পায়। এই সময় দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া একান্তই দরকার। কারণ এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম- যা শরীরের গঠনে সাহায্য করে। এর সাথে থাকে জিংক, ম্যাগনেসিয়াম। এদের ভূমিকাও একই। এর মধ্যে সব থেকে বেশি ভালো দই। এই দই হজম ক্ষমতা ঠিক রাখে। সাথে প্রবায়তিক থাকার জন্যে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া শরীরে বাসা বাঁধতে পারে না। এই সময় মিষ্টি আলু খেতে পারেন। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে বেটা ক্যারোটিন। যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ তৈরি হয়। ভিটামিন এ শরীরের কোষ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে ভিটামিন এ খাওয়া জন্যে অবশ্যই উদ্ভিজ উত বেছে নেওয়া ভালো।গর্ভবস্তায় ডিম, সামুদ্রিক মাছ, মাংস খাওয়া উচিত।সামুদ্রিক মাছ অবশ্যই খাওয়া ভালো। কারণ সামুদ্রিক মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা শরীরের জন্যে দরকারি। এটা মস্তিষ্ক এবং চোখের উপকারে লাগে। তবে চিকিৎসকদের মতে বেশি পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ খাওয়া ভালো না কারণ এতে অনেক সময় অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক শরীরে যেতে পারে। তাই সপ্তাহে দুদিনের বেশি কখনোই না।

ডিম সুষম খাদ্য।পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এবং সুষম খাদ্য হিসেবে ডিমের কদর অনেক দিন থেকেই। তাই অবশ্যই ডিম খাওয়া দরকার। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ডিম যেনো সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। একটা ডিমে অন্যান্য ভিটামিনের সাথে প্রায় ৮০ ক্যালোরি থাকে। মাংস এই সময় খাওয়া যেতেই পারে। কারণ প্রাণীজ প্রোটিনের দরকারও আছে শরীরে। তবে পরিমিত পরিমাণে। তেল মশলা ছাড়া সাধারণ রান্না কোনো এক সময় খাওয়া যেতে পারে। চিকেন স্টু করে খাওয়াও যেতে পারে। প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে। সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে থাকে। সাথে থাকে আয়রন, ফসফরাস, প্রাকৃতিক জিংক এবং ম্যাগনেসিয়াম। পাতাওয়ালা সবজি যেমন পুঁই শাক বা পালং শাক, ব্রকলি খাওয়া দরকার। এছাড়া প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই ফল রাখা জরুরি। যেকোনো ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে। তাই ভিটামিনের প্রাকৃতিক উত হিসেবে যেকোনো খাবারের মধ্যে ফল অন্যতম। যেমন লেবুতে ভিটামিন সি থাকে। আপেলে আয়রন থাকে। শরীরের দরকার অনুযায়ী ফল খাওয়া একান্ত দরকার। অনেকে ড্রাই ফ্রুট পছন্দ করেন। তাও বেছে নিতে পারেন। খেজুর বা কিশমিশ খেতে পারেন।

সোমবার আগরতলা নবীন বরণ অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

“প্রশাসন গাঁও কি ঔর ’অভিযান: উনাকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সু-শাসন নিয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মশালা ও শিবির

আগরতলা , ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪:জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং পরিষেবা প্রদানের উন্নতির জন্য দেশব্যাপী ”প্রশাসন গাঁও কি ঔর ’অভিযানের অংশ হিসাবে, উনাকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি তে শিবির ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনগণের বিভিন্ন দাবি, অভিযোগের নিস্পত্তি করা হচ্ছে সেই সব শিবিরে। আজ সু-শাসন নিয়ে জেলা পর্য্যায়ের এক কর্মশালা কৈলাশহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শ্রী ডিংলিয়ানা ডার্লং।

অনুষ্ঠানে জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা স্বাগত ভাষণ রাখার পর প্রধান অতিথি শ্রী ডিংলিয়ানা ডার্লং সুশাসন সপ্তাহের তাৎপর্য্য ও জনগণের কাছে প্রশাসনকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও পদক্ষেপসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, সু-শাসন হ”লো প্রগতি ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে এক প্রক্রিয়া। প্রাচীন ভারতে বিশ্ববন্দিত তাঁর নীতিমালায় সুপ্রশাসনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীও সুশাসনের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আজকের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, উনকোটি জেলার জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা, পুলিশ সুপার কান্তা জানগির, অতিরিক্ত জেলা শাসক এল,দারলং ও অর্ঘ্য সাহা প্রমুখ।

জন-কল্যানে গৃহীত সরকারি সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা ১০০ ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ”গ্রাম মুখী প্রশাসন” বা প্রশাসন গাঁও কি ঔর” অভিযান নামক পদক্ষেপ এর প্রশংসা করে তাঁরা বলেন, এর ফলে গ্রামীণ জনগণ উপকৃত হবে। অনুষ্ঠানে এডিএম ও কালেক্টর উনকোটি জেলার উন্নয়ন সম্পর্কিত ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে আলোচনা, করেন এবং ই-অফিস কার্য্যক্রম ও সুশাসন উদ্যোগ নিয়ে ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।সপ্তাহব্যাপী এই অভিযানের (১৯ থেকে ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৪) সময়কালে উনকোটি জেলার সমস্ত ব্লক সদর দফতরের পাশাপাশি ১২ টি তহসিলের ৯১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে জনগণের অভিযোগের সমাধান এবং পরিষেবা প্রদানের উন্নতির জন্য শিবির ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

টেলিকম কর্তৃপক্ষ (ট্রাই) টেলিকম গ্রাহক সুরক্ষা (দ্বাদশ সংশোধন) বিধিমালা, ২০২৪ এবং টেলিযোগাযোগ শুল্ক (সত্তরতম সংশোধনী) আদেশ, ২০২৪ জারি করেছে

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪:টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই) আজ ’টেলিকম গ্রাহক সুরক্ষা (দ্বাদশ সংশোধন) বিধিমালা, ২০২৪’ (২০২৪ সালের ০৮) (’প্রবিধান’ হিসাবে পরিচিত) এবং ’টেলিযোগাযোগ শুল্ক (৭০তম সংশোধনী) (’টিটিও’ হিসাবে পরিচিত), ২০২৪’(২০২৪ সালের ০২) আদেশ জারি করেছে। প্রবিধান এবং টিটিওর সম্পূর্ণ পাঠ্য ট্রাইয়ের ওয়েবসাইটে ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ঠ্ন্স্খ্.ড্রন্তুহ্রদ্র এ পাওয়া যাচ্ছে।

টেলিকম কনজিউমার প্রোটেকশন রেগুলেশনস, ২০১২ (টিসিপিআর) পর্য্যালোচনা করার জন্য ট্রাই ২৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে একটি পরামর্শপত্র প্রকাশ করেছিল।

এই পরামর্শপত্রে ট্যারিফের প্রাপ্যতা নির্বাচন, ভাউচারের বৈধতা, ভাউচারের রঙিন কোডিং এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ গ্রাহক এবং টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকারীদের (টিএসপি) স্বার্থে ভাউচারের মূল্যের বিষয়গুলি বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছিল। ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরামর্শপত্রের উপর একটি উন্মুক্ত আলোচনা (ওএইচডি) অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

১) ভয়েস ও এসএমএসের জন্য পৃথক স্পেশাল ট্যারিফ ভাউচার (এসটিভি) বাধ্যতামূলক করা, যাতে ভোক্তারা সাধারণভাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সেবার নিতে পারেন ও সে অনুযায়ী অর্থ প্রদানকরতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোক্তা, বিশেষত প্রবীণ ব্যক্তি এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের সুবিধা প্রদান করা যায়;

২) ভোক্তাদের সুবিধার্থে এসটিভি এবং কম্বো ভাউচারের (সিভি) বৈধতার সময়সীমা বিদ্যমান নব্বই (৯০) দিন থেকে বাড়িয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি (৩৬৫) দিন করা হয়েছে;

৩) অনলাইন রিচার্জের প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাউচারগুলির কালার কোডিং যেমন ফিজিক্যাল ফর্মে রয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে। ৪) টিটিও (৫০ তম সংশোধন) আদেশ ২০১২ দ্বারা প্রদত্ত ১০/- টাকা মূল্যের কমপক্ষে একটি টপ আপ ভাউচারের বাধ্যবাধকতা বজায় রেখে শুধুমাত্র টপ-আপ ভাউচারের জন্য ১০/- টাকা এবং তার একাধিক মূল্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

টেলিকমিউনিকেশন ট্যারিফ অর্ডার, ১৯৯৯-এ এসটিভি এবং সিভির সংজ্ঞায় সংশোধনী আনা হয়েছে, যা টিসিপিআর-এ করা সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপিগুলি টেলিকম গ্রাহক সুরক্ষা (দ্বাদশ সংশোধন) বিধিমালা, ২০২৪ এবং টেলিযোগাযোগ শুল্ক (সপ্তদশ সংশোধন) আদেশ, ২০২৪-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

শুরু হল পৌষ উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা

বোলপুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৈতালিক, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বিশ্বভারতীর ভার প্রাপ্ত উপাচার্য্যর পাঠ, বাউল গানের মধ্য দিয়ে শুরু হল ”ওয়ার্ল হেরিটেজ” শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। ২০১৯ সালের পর ফের পূর্বপল্লীর মাঠে প্রথা মেনে হচ্ছে পৌষমেলা ।তাই বাড়তি উন্মাদনা সকলের মধ্যে। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল মেলাটি । এরপর বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছায়।এর ফলে ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সাল পর্যন্ত মেলা করে নি ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী । তবে এবার ফের পূর্বপল্লীর মাঠে ফিরলো পৌষমেলা।মেলার দিন গুলিতে মেলা প্রাঙ্গণ ও বিশ্বভারতীর নানান জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, বই প্রকাশের অনুষ্ঠান থাকছে । ৪ বছর পর মেলা ফেরায় উচ্ছ্বাসিত সকলেই।

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য্য বিনয় কুমার সরেন বলেন, ’সবাই উৎসবে অংশ নিক, আনন্দে মাতুক। সকাল থেকে প্রথা মেনে শুরু হল পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা।’ বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা বলেন, ’সকাল থেকে ছাতিমতলায় সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল পৌষ উৎসব ও মেলা। ২০১৯ এর পর সেই চেনা ছন্দে মেলা হচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের। সবাই এটাই চেয়েছিলাম। মেলার কয়েক দিন শুধুর ঘোরাঘুরি ও খাওয়া-দাওয়া ।’ কিভাবে কখন এই পৌষমেলার সূচনা হয়েছিল?

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহা প্রয়াণে মেলা বসলেও তা প্রাণহীন ছিল। ১৯৪৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ, মনন্তরের জন্য পৌষমেলা বন্ধ ছিল। ১৮৪৩ সালে ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এরপরেই ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায়। দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৫ সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের করেন। এটিই পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয় ।পরবর্তীকালে ১৮৬২ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আবিষ্কার করে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাবনা শুরু করেন। ১৮৯১ সাল (৭ পৌষ) ব্রহ্ম মন্দির বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা হয়। এটিকে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব সূচনার সময় হিসাবে ধরা হয়। ১৮৯৪ সালে এই পৌষ উৎসবের পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন মাঠে শুরু হয় পৌষমেলা।

হিংসা-বিধ্বস্ত পারভানিতে রাহুল, দুষলেন মহারাষ্ট্র সরকারকে

পারভানি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): হিংসা-বিধ্বস্ত মহারাষ্ট্রের পারভানি পরিদর্শন করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি আক্রান্তদের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিয়েছেন।

পরে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ’আমি শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং যারা নিহত ও মারধর করা হয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমাকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, ভিডিও ও ছবি দেখিয়েছেন। এটি ১০০ শতাংশ হেফাজতে মৃত্যু। তাকে খুন করা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে বার্তা দিতে বিধানসভায় মিথ্যা বলেছেন। এই যুবককে হত্যা করা হয়েছে, কারণ সে একজন দলিত এবং সংবিধান রক্ষা করছিল।’

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠন পিছিয়ে গেল

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার ইডির বিশেষ আদালতে চারজনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের কথা ছিল। সেইমতো তাঁদের হাজিরার নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু এর ঠিক আগেই কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল-সহ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নতুন করে মামলা দায়ের করেন। সেই কারণে এদিন চার্জ গঠন প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল।

সূত্রের খবর, কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী শতরূপা ও ছেলে শৌভিক-সহ মোট ৯ জন এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নতুন করে মামলা দায়ের করেছেন। পাশাপাশি সুশীল মেহতা নামে ব্যবসায়ীও এই আবেদন জানান।

অভিযুক্ত সুশীল মেহতার আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, সকলের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন না করে সুপ্রিম কোর্টে যিনি আবেদন করেছেন অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই শুধু চার্জ গঠন করা হোক। কারণ, ১০ হাজার পাতার নথি পড়ে ওঠার সুযোগ পাননি বাকি অভিযুক্তদের আইনজীবীরা।

জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য কোচবিহারে

কোচবিহার, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। এদিন ঘরের ভেতরে শোকেসে কম্বল দিয়ে পেঁচানো অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওই বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের ভেতর আরও একটি দেহ উদ্ধার করে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই বাড়ির বারান্দায় একটি চিঠি পড়ে থাকতে দেখা যায়। চিঠিতে লেখা ছিল, ওই বাড়ির ছেলে প্রণব কুমার বৈশ্য তাঁর বাবাকে চিকিৎসার জন্য বাইরে কোথাও নিয়ে যাবেন। বাড়ির বারান্দার রক্ত দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে যান পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

পুলিশ এসে ঘরের ভেতরে শোকেস থেকে কম্বল দিয়ে পেঁচানো অবস্থায় বাড়ির মালিক বিজয় কুমার বৈশ্যের দেহ উদ্ধার করে। ওই বাড়িতেই গোপাল রায় নামে এক আত্মীয় থাকতেন। জানা গিয়েছে, তিনিও মাসখানেক আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। সেপটিক ট্যাংকে প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া অপর যে দেহটি উদ্ধার হয়েছে, সেটি গোপালের কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃত বিজয়ের ছেলে প্রণবকুমার বৈশ্য পলাতক। তাঁর খোঁজ চলছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে তা কোনও সমাজের পক্ষে ভালো নয় : সুকান্ত মজুমদার

জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নের ঘটনায় ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ’বাংলাদেশ সংলগ্ন দেশগুলি অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে তা কোনও সমাজের জন্যই ভালো নয়। বাংলাদেশে উগ্রপন্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সমস্যায় পড়বে।

চা তৈরির ফ্লাস্ক থেকে প্রায় সাড়ে ৩৪ লক্ষ টাকার সোনা উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক (আইজিআই) বিমানবন্দরে ৪৬৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা। চা তৈরির ফ্লাস্ক-এ করে লুকিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল সোনা। এই ঘটনায় উত্তর প্রদেশের একজনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। রিয়াধ থেকে বিমানে করে দিল্লি আইজিআই বিমানবন্দরে এসেছিলেন তিনি।

শুল্ক বিভাগের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এক্স-রে মেশিনে ওই বিমান যাত্রীর লাগেজ পরীক্ষার সময় সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আবার ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়। তখনই ৪৬৭ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা উদ্ধার করা হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা বিস্তারিত তদন্ত করছে।

বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এমন ভাষায় হওয়া উচিত যা কৃষকরা বুঝতে পারেন : শিবরাজ চৌহান

পুণে, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সোমবার পুণে-র গোখলে ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সের প্ল্যাটিনাম জুবিলি কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ’আমাদের এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, গবেষণাগারে করা গবেষণা মাটি পর্যন্ত পৌঁছয়। এ জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। আমরা দূরদর্শনে ”আধুনিক কৃষি চৌপাল” নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করেছি, যেখানে কৃষক এবং বিজ্ঞানীদের আলোচনার জন্য একত্রিত করা হবে। আমাদের বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের মধ্যে দূরত্ব শেষ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলি এমন ভাষায় হওয়া উচিত যা কৃষকরা বোঝে। আমাদের অগ্রাধিকার হল উৎপাদন বৃদ্ধি করা।’

খেলরত্ন পুরস্কারে নাম হকির হরমনপ্রীত সিং এবং প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মেজর ধ্যান চাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে হকির হরমনপ্রীত সিং এবং প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারকে।

প্যারিস অলিম্পিক্স-এ হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে ভারত হকিতে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। তাই এবার দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান মেজর ধ্যান চাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারের নামও সুপারিশ করা হয়েছে। এদিকে পুরস্কার কমিটি অর্জুনের জন্য ৩০ জন ক্রীড়া বিদদের নামও সুপারিশ করেছে। সেই তালিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন পুরুষদের ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীর আমান সেহরাওয়াত। তিনি প্যারিস এবং হ্যাংজু এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

জামশেদপুরে ওষুধের দোকানের আড়ালে মাদক ব্যবসা, গ্রেফতার তিন

পূর্ব সিংভূম, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খন্ডের পূর্ব সিংভূম (জামশেদপুর) পুলিশ ওষুধ দোকানের আড়ালে মাদক ব্যবসার পর্দা ফাঁস করেছে এবং ২৫ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার করেছে। উলিডিহ ওপি এলাকায় অবস্থিত একটি ওষুধের দোকানে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায়। দোকানের মালিক সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট (এসএসপি) কিশোর কৌশল জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে দোকানের মালিক রাজকুমার গুপ্ত, উমেশ কুমার গুপ্ত এবং ড্রাইভার সোনু পান্ডে রয়েছে। তিনি জানান, ডিমনা রোডে অবস্থিত মা বৈভব লক্ষ্মী মেডিকেল স্টোরে এই অবৈধ মাদক ব্যবসা চলছিল। ওষুধের দোকানের মালিক তার বাড়িতে একটি গুদাম তৈরি করেছিলেন। অভিযানে এসব গুদাম থেকে ২৫ লাখ ১০ হাজার ৪৯ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার করা হয়।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে শর্তসাপেক্ষে জামিন পার্থর জামাইয়ের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.):সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত থেকে জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য্য। ১ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান তিনি। প্রাথমিক নিয়োগ মামলার পঞ্চম চার্জশিটে নাম ছিল তাঁর।

সোমবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠন হওয়ার কথা ছিল। সে কারণে ইডির বিশেষ আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আদালতে হাজিরার কথা ছিল। সমন পাঠানো হয়েছিল পার্থবাবুর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য্যকে। সে কারণে বিদেশ থেকে ভারতে আসেন তিনি। এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরাও দেন তিনি।

তদন্তে ইডির সন্দেহের তালিকায় উঠে আসেন পার্থবাবুর মেয়ে-জামাই। তাঁদের নামে একাধিক সংস্থার হদিশ পাওয়া যায়। সেই সংস্থাগুলির মাধ্যমে টাকা পাচার করা হত বলেও খবর। ইডির দাবি, মার্কিন মুলুকে বসেই তিনি সংস্থা ও ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন। ওই সংস্থাগুলির মাধ্যমে কীভাবে কালো টাকা সাদা হয়েছে, তা কল্যাণময়বাবু জানেন। সেই সংক্রান্ত তথ্য পেতেই তাঁকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখেও পড়তে হয়। যদিও বেনামি সম্পত্তি তাঁর নয় বলেই দাবি করেছিলেন কল্যাণময়বাবু।

মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় চার বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলায় একটি লজে অভিযান চালিয়ে বিনা অনুমতিতে ভারতে প্রবেশকারী ৪ বাংলাদেশি নাগরিককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। চারজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত তদন্তে জানা গেছে, চারজনই বাংলাদেশের মহিদীপুর জেলার বাসিন্দা।

জানা গেছে, পুলিশ বাংলাদেশি নাগরিকদের বিষয়ে গোপন তথ্য পেয়েছিল। তার পরেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ মেহতাব (৪৮), শিল্পী বেগম মোহাম্মদ বেতাব (৪৩), বিউটি বেগম পলুস শেখ (৪৫) ও রিপা শেখ (৩০)-কে আটক করে। এই চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, চারজনই বাংলাদেশের মহিদীপুর জেলার বাসিন্দা এবং তাঁরা বিনা অনুমতিতে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল।

অবশেষে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে মারা গেল গজরাজ

জলপাইগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): শরীরে একাধিক ক্ষত নিয়ে ভুগতে থাকা অসুস্থ হাতির মৃত্যু হল জলপাইগুড়িতে। গত মাসখানেক ধরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল হাতিটি। অবশেষে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে রবিবার সন্ধ্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে গজরাজ।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির আপালচাঁদ জঙ্গলের পূর্ণবয়স্ক ওই আহত মাকনা হাতির (দাঁতবিহীন পুরুষ হাতি) রবিবার মৃত্যু হয়।

গত ২৩ নভেম্বর গজলডোবাগামী রাস্তার পাশে একটি ঝোপের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে শুয়ে থাকতে দেখা যায় হাতিটিকে। শরীরের একাধিক ক্ষতর চিহ্ন ছিল। সেই ক্ষতে পোকামাকড় এবং মাছির উপদ্রব শুরু হয়। সেখান থেকে রেহাই পেতে জলে নেমে থাকতে দেখা যায় হাতিটিকে। এরপর স্থানীয়রাই রেঞ্জ অফিসে খবর দেন। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডিএফও রাজা এম সোমবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ’হাতিটিকে জখম অবস্থায় দেখার পরই আমরা মেডিক্যাল টিম গঠন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। বনকর্মীরা হাতিটিকে পর্য্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসকদের সুপারিশ অনুযায়ী খাবারের সঙ্গে নিয়মিত ওষুধ মিশিয়ে খাওয়াচ্ছিল। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিল হাতিটি। হঠাৎ করে এভাবে হাতিটির মৃত্যু হবে আমরাও ভাবতে পারিনি।’

চিকিৎসকদের অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে রায় বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.):সিঙ্গল বেঞ্চের পর এবার ডিভিশন বেঞ্চেও হার রাজ্যের। চিকিৎসকদের অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে রায় বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

উল্লেখ্য, ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস চলতি মাসের ২০ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত টানা দিন-রাতের ধর্নায় অনুমতি দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, ৯ অগস্টের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত করে চার্জশিট দিয়েছে সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মামলা শুনছে। সিবিআই সহায়ক চার্জশিট না দেওয়ায় আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি জামিন পেয়েছেন। তার প্রতিবাদে ডাক্তাররা ধর্না করছেন। কেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করে এই ধর্না হবে?” বলা হয়, ”আন্দোলনকারীরা সিবিআইয়ের কাছে যাক। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে নিজেদের দাবি জানাক।

চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য এর উত্তরে বলেন, ”কোথায় ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে? আমরা সিসিটিভি ফুটেজ ও পুলিশের রেকর্ড থেকে দেখাতে পারি কোনও ট্রাফিক সমস্যা হচ্ছে না। এর পরই বিচারপতি মন্তব্য করেন, আর জি কর হাসপাতালের ঘটনা নজিরবিহীন, অকল্পনীয় এবং ভয়ঙ্কর। তার পরই সিঙ্গল বেঞ্চের আবেদন বহাল রেখে রায় দেওয়া হয়।

শালিমার জেটিঘাটে নতুন ‘রো রো ভেসেলের’ উদ্বোধন করলেন পরিবহনমন্ত্রী

হাওড়া, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবার শালিমার জেটিঘাটে একটি নতুন রো রো ভেসেলের উদ্বোধন করেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রো রো ভেসেলের মাধ্যমে পণ্যবাহী ভারী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন দ্রুত গঙ্গা পার করানো হবে।

কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী রবীন্দ্র সেতু এবং দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর ভারী যান চলাচলের চাপ কমাতে বিকল্প এই পরিবহনের ভাবনা রয়েছে রাজ্য পরিবহন দফতরের। এই রো রো ভেসেলে একসঙ্গে ৮টি ভারী ট্রাক ও ৫০ জন যাত্রী পারাপার করতে পারবেন। পরবর্তী কালে শালিমার থেকে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত এই রো রো ভেসেল চালানো হবে। এজন্য ইতিমধ্যেই দু”টি জায়গায় জেটিঘাট তৈরির জন্য চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

তবে পরিবহণমন্ত্রী এ দিন জানান, আপাতত এই ভেসেল গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ব্যবহার করা হবে। রায়চক কুকড়াহাটি পর্যন্ত যানবাহন পারাপার করানো হবে এর মাধ্যমে।

পরিবহনমন্ত্রী বলেন, ”হাওড়া ও কলকাতা সংযোগকারী দু”টি ব্রিজে যেভাবে নিত্যদিন যানবাহনের চাপ বাড়ছে, তাতে একাধিক রুটে জেটিঘাট ও ব্রিজ নির্মাণ প্রয়োজন। কিন্তু সেটি সময়সাপেক্ষ বিষয় হওয়ায় আপাতত রো রো ভেসেলের মাধ্যমেই জল পরিবহনে গতি আনতে চাইছে দফতর।” আগামী দিনে আরও একাধিক ভেসেল তৈরির চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

পাওলো দিবালা সেরি-এ ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোল

রোম, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাওলো দিবালা রবিবার রোমের অলিম্পিকো স্টেডিয়ামে পারমার বিপক্ষে রোমার ৫-০ গোলে জয়ে দুবার গোল করার পরে সেরি-এ ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ হয়েছেন আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়।৩১ বছর বয়সী গঞ্জালো হিগুয়েনের ১২৫ গোলের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং এখন ইতালিয়ান লিগে সবচেয়ে বেশি গোল করা আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়দের তালিকায় গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (১৮৪ গোল) এবং হার্নান ক্রেসপোর (১৫৩ গোল) পিছনে রয়েছেন।

কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্যালয়ে নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: চাকমাঘাট স্থিত ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল কার্যালয়ে সোমবার নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নব মন্ডল সভাপতি কে মানুষের স্বার্থে কাজ করার পরামর্শ দিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাজ্যের প্রতিটি মন্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি দল। আর মন্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা হতেই বিভিন্ন স্থানে নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। সোমবার অনুরূপ ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার চাকমাঘাট স্থিত মন্ডল কার্যালয়ে নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি প্রাক্তন সভাপতি তপন নমকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও বিজেপি খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক বিজন কর, সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন সভাপতি ধনঞ্জয় দাস কে মন্ডল সভাপতি করায় এদিনের অনুষ্ঠানে থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এবং সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।তিনি আরো বলেন মন্ডল সভাপতি কে মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। তবেই ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলে বিজেপি সংগঠন শক্তিশালী হবে।

মরিয়মনগর

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য প্রশাসন ও এলাকাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মেলায় সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি ১৫ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত তারা, যাতে স্কুলের প্রায় ৯০০ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ছবি স্থান পেয়েছে। এই ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এই কার্নিভালকে ঘিরে বাগবাসা ও ধর্মনগরের মানুষের মধ্যে ছিল ব্যাপক উদ্দীপনা, যা এই উৎসবকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

এদিকে, মাঝে আরেকদিন, এরপরই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন বা খ্রীস্টমাস। আদতে এই ক্রিস্টমাস খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ উৎসব হলেও এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আয়োজন প্রায় সমস্ত ধর্মের সাধারণ মানুষের মননে বিশেষ আলোড়ন তৈরি করে।

একই রকম ভাবে এবছরও গোটা রাজ্য যে খ্রিস্টমাস উদযাপনের দিকে সারস্বরে এগিয়ে চলেছে এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় আসন্ন এই উৎসব আয়োজন নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নজরে পড়ছে। এ রকমই এক উজ্জীবিত ছবি দেখা গেছে কল্যাণপুরের পশ্চিম কুঞ্জবন এডিসি ভিলেজের মেরিয়া বাড়ির মত প্রত্যন্ত এলাকাতে। দেখা গেছে বিভিন্ন বয়সের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সমবেতভাবে নিজ নিজ পাড়ায় সকলের বাড়িতে গিয়ে সমবেত প্রার্থনা করছেন এবং জগত সংসারের মঙ্গল কামনা করার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রয়াস গ্রহণ করছেন। মেরিয়া বাড়ির পত্যন্ত গ্রামে দাঁড়িয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের সাথে কথা বলার সময় এরকমই এক ধর্মানুরাগী দলের প্রতিনিধিদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের আগমনের এই পূন্য তিথিতে তারা শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী না , সমস্ত অংশের সাধারণ মানুষের জীবন মানের উন্নতি প্রার্থনা করছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রতিবছরের মতো এবছরও কল্যাণপুরের বিভিন্ন জায়গাতে ইতিমধ্যে গির্জা গুলো সহ সাধারণ মানুষের অনেকের বাড়িঘর সাজিয়ে তোলা হয়েছে এবং আগামীকাল এবং পরশু এই সাজিয়ে তোলার বহর যে অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

স্টার্টআপের তৃতীয় বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র হল ভারত। আজ ভারতীয় যুব সমাজ এক নতুন আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করছে। স্টার্টআপ চালু করা তরুণ উদ্যোক্তারা আজ একটি শক্তিশালী সহায়ক ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। একইভাবে, খেলাধুলায় ক্যারিয়ার গড়ার জন্য যাঁরা প্রচেষ্টা নিচ্ছেন তাঁদেরও এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে তারা ব্যর্থ হবে না কারণ তারা এখন আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং টুর্নামেন্ট এর মাধ্যমে সহায়তা পাচ্ছেন । প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং মোবাইল উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত হয়ে উঠছে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, জৈব কৃষি, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, পর্যটন এবং সুস্থতার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি করছে ভারত, প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, দেশের অগ্রগতির জন্য এবং এক নতুন ভারত গড়ে তোলার জন্য তরুণ প্রতিভাদের লালনপালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ভারতকে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের নতুন সুযোগ দিচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, আগে এই ব্যবসা বিধিনিষেধমূলক ছিল, কিন্তু এখন অটল টিঙ্কারিং ল্যাব এবং পিএম-শ্রী স্কুলের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে তা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন, 'সরকার মাতৃভাষায় শিক্ষা ও পরীক্ষার অনুমতি দিয়ে এবং ১৩ টি ভাষায় নিয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে গ্রামীণ যুবক এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলিরও সমাধান করেছে। উপরন্তু, সীমান্ত এলাকার যুবকদের জন্য কোটা বাড়ানো হয়েছে, স্থায়ী সরকারি চাকরির জন্য বিশেষ নিয়োগ সম্মেলন করা হয়েছে। আজ ৫০ হাজারেরও বেশি যুবককে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, যা এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য'।

চৌধুরি চরণ সিংজীর জন্মদিন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বছর তাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করতে পেরে সরকার নিজেকে আনন্দিত বোধ করছে। তিনি বলেন, 'আমরা এই দিনটিকে কৃষক দিবস হিসাবেও পালন করি, কৃষকদের শ্রদ্ধা জানাই যারা আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে। চৌধুরী সাহেব বিশ্বাস করতেন যে ভারতের অগ্রগতি গ্রামীণ ভারতের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। আমাদের সরকারের নীতিগুলি গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত কৃষিতে যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে'।

শ্রী মোদী বলেন, গোবর ধন যোজনার মতো উদ্যোগে জৈব গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি বাজারগুলিকে সংযুক্ত করে ই-নাম প্রকল্পটি কর্মসংস্থানের নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে এবং ইথানল মিশ্রণের বৃদ্ধি কৃষকদের উপকৃত করেছে এবং চিনি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রায় ৯ হাজার কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফপিও) স্থাপনের ফলে কীভাবে কৃষকরা বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এদিন তারও উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও, সরকার হাজার হাজার শস্য গুদাম নির্মাণের জন্য একটি বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান এবং স্ব-নিযুক্তির সুযোগ প্রদান করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শ্রী মোদী বলেন, প্রত্যেক নাগরিকের কাছে বিমার সুযোগ পৌঁছে দিতে সরকার ''বীমা সখী যোজনা'' চালু করেছে, যার ফলে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ড্রোন দিদি, লাখপতি দিদি এবং ব্যাঙ্ক সখী যোজনার মতো উদ্যোগগুলি কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। আজ হাজার হাজার নারী নিয়োগপত্র পেয়েছেন, তাদের সাফল্য অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে। নারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করতে সরকার বদ্ধপরিকর। ২৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি চালু করার ফলে লক্ষ লক্ষ মহিলার কেরিয়ার সুরক্ষিত হয়েছে'।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান কিভাবে মহিলাদের অগ্রগতির বাধাগুলি দূর করেছে, প্রধানমন্ত্রী তা তুলে ধরে বলেন যে, পৃথক শৌচাগারের অভাবে বহু ছাত্রীকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে। তিনি বলেন, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা কন্যাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও মহিলাদের জন্য ৩০ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্টে সরকারি প্রকল্পগুলির প্রত্যক্ষ সুবিধা পাওয়া গেছে। মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে মহিলারা এখন জামানতবিহীন ঋণ পেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বেশিরভাগ বাড়ি পরিবারের মহিলাদের নামে মালিকানা দেওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। পোষণ অভিযান, সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান এবং আয়ুষ্মান ভারতের মতো উদ্যোগগুলিও মহিলাদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে'।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিধানসভা ও লোকসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করেছে, যা দেশে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে তরুণ যুবকরা আজ নিয়োগপত্র পাচ্ছেন, তাঁরা এক নতুন রূপান্তরিত সরকারি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হচ্ছেন। গত এক দশকে সরকারি কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের কারণে সরকারি অফিসগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা লাভের মাধ্যমে বড় হয়ে ওঠার আগ্রহের কারণে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা এই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এবং তাদেরকে সারা জীবন এই মনোভাব বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আইজিওটি কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে সরকারি কর্মীদের জন্য বিভিন্ন কোর্সের প্রাপ্যতার বিষয় তুলে ধরেন এবং তাদের সুবিধার্থে এই ডিজিটাল প্রশিক্ষণ মডিউলটি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করেন। সমাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় নতুন নিয়োগপত্রপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নিয়োগপত্র

● **প্রথম পাতার পর**

তুলে দেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের প্রধান আই জি অশ্বিনী কুমার শর্মা, সিআর পি এফ - এর আই জি দর্শন লাল গোলা, আসাম রাইফেলস-এর কমান্ডেন্ট গোপ কুমার। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারীকরাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের অভিভাবক ও আত্মীয় পরিজনরাও।

অনুষ্ঠানে বিএসএফ আই জি এ কে শর্মা বলেন, দিল্লি থেকে মূল কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আজ রোজগার মেলার মাধ্যমে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগ পত্র বন্টন করেন। এরই অঙ্গ হিসেবে, আগরতলার শালবাগান রাজ্য ভিত্তিক এই অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই ধরনের রোজগার মেলা তরুনদের স্বপ্ন পুরনে এক বড় পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, এই নিয়োগপত্র বন্টন শুধু সরকারী দপ্তরে চাকরি বিলির প্রতীক শুধু নয়, ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তির প্রতীকও বটে। এই নিয়োগপ্রাপ্ত গন এরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। আই জি শ্রী শর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলে থাকেন, দেশের যুব সমাজ দেশ গঠনে ভুমিকা নিক ও নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন পুরনে যুবকদের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সরকার গুনমান সম্পন্ন ও স্থায়ী রোজগারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র বন্টন শুধু তরুনদের রোজগার সুনিশ্চিত করবে তাই নয় বরং দেশের প্রগতি ও দেশ সেবার পথ প্রশস্ত করবে। তিনি বলেন, সরকার কৌশল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল পরিসেবা প্রশিক্ষণের ব্যপারে অগ্রাধিকার দিচ্ছে যাতে তরুন সমাজ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে ও দেশের আর্থিক বিকাশে নিজেরা যোগদান করতে পারে। তিনি বলেন, আজ দেশে রোজগারের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে এবং আমাদের তরুন সমাজ যেকোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছেন। তরুন প্রজন্ম দেশকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন বলে তিনি দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন।

আজ নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে নতুন নিযুক্তিপ্রাপ্তদের প্রত্যেকেই দারুণ সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। বিএসএফ, সিআরপিএফ, আই টি বি পি, সিআইএসএফ, এস এস বি আসাম রাইফেলস, প্রভৃতি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াও ভারতীয় ডাক বিভাগ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রের জন্য এইসব নিয়োগপত্র বন্টন করা হয়।

নতুন মুখ

● **প্রথম পাতার পর**

অচিন্ত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণপুরের ধনঞ্জয় দাস। গোমতী জেলার বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অমর জমাতিয়া, রাধাকিশোরপুরের সানি সাহা, মাতাবাড়ির বিশ্বজিৎ মারাক, কাঁকড়াবনের বিশ্বজিৎ সরকার, অম্পিনগরের সত্যমোহন জমাতিয়া, অমরপুরের উজ্জ্বল দত্ত, করবুকের অসীম ত্রিপুরা।

এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মন্ডল সভাপতি হলেন জয়দেব সরকার, বিলোনিয়ার সায়ন্তন দত্ত, শান্তিরবাজারের দেবাশিষ ভৌমিক, ঋষ্যমুখের নকুল পাল, জোলাইবাড়ির সএদীপ দত্ত, মনুর বিপুল ভৌমিক, সাব্রুমের গৌতম ত্রিপুরা। ধলাই জেলার রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মন্ডল সভাপতি হলেন ধন্যমানিক ত্রিপুরা, কমলপুরের শম্পা দাস, সুরমার শুভাশিস আহীর, আমবাসার অজয় অধিকারিক, কড়মছড়ার সঞ্জিৎ দেববর্মা, ছাওমনুর রাজীব চাকমা। ঊনকোটি জেলার পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি সন্তোষ ধর, ফটিকরায়ের তরুণ কুমার দাস, চন্ডিপুরের পিন্টু ঘোষ, কৈলাসহরের প্রীতম ঘোষ, পেঁচারথলের রাজীব চাকমা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ, বাগবাসার বিকাশ নাথ, ধর্মনগরের শ্যামল নাথ, যুবরাজনগরের কিরণ শংকর দেবনাথ, পানিসাগরের বিবেকানন্দ দাস এবং কাঞ্চনপুরের বীরেন্দ্র কর।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে প্রদেশের নব নিযুক্ত সমস্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন তিনি লিখেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস আপনাদের কর্মকুশলতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সশক্তিকরনে আরও গতি আসবে।

তাছাড়া, নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন নাথ লাল, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

এদিকে, প্রদেশ বিজেপির অধিকাংশ মন্ডল সভাপতিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ৬০ জন সভাপতিদের মধ্যে ৫৬ জনই নতুন মুখ এবং মাত্র চারজন প্রবীণ নেতা রয়েছেন। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা ঘোষণা দেন বিজেপি -র স্টেট রিটার্নিং অফিসার সমেরেন্দ্র চন্দ্র দেব। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে প্রদেশের নব নিযুক্ত সমস্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ন তাছাড়া, নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন নাথ লাল, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

এদিন তিনি বলেন প্রদেশ বিজেপির বুথ স্তরের সভাপতি নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হয় মণ্ডল স্তরের নির্বাচন। অধিকাংশ মন্ডল সভাপতিকে পরিবর্তন করা হলো। এবারই প্রথম মন্ডল সভাপতি হিসেবে দুইজন মহিলাকে নির্বাচিত করা হয়। তারা হলেন স্বপ্না দাস (প্রতাপগড়) এবং শম্পা দাস (কমলপুর)। আগামীমাসে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জেলা-স্তরের কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবে এবং তারপরে রাজ্য-স্তরের সভাপতি নির্বাচিত হবে। ত্রিপুরায় বিজেপির ১০টি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, ৬০জন ''মণ্ডল'' সভাপতির মধ্যে ২৩ শতাংশ আদিবাসী, ১৮ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং ৩৬ শতাংশ সাধারণ শ্রেণির লোক রয়েছে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকায় সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি হলেন ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি কার্তিক আচার্য্য, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের শিবেন্দ্র দাস, বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি রাজীব সাহা, খয়েরপুর মন্ডল সভাপতি রাজেশ ভৌমিক, মজলিশপুর মন্ডল সভাপতি রণজিৎ রায় চৌধুরী, মান্দাই বিধানসভার কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অভিজিৎ দেববর্মা, আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি তপন ভট্টাচার্য্য, রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি শ্যামল কুমার দেব, বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী, প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের স্বপ্না দাস, বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের মনিষ দেব, সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্টু দেবনাথ।

তাছাড়া, সিপাহীজলা জেলায় টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের কাজল সরকার, বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের তপন দাস, গোলাঘাটির নারায়ণ দেবনাথ, চড়িলামের তাপস দাস, বক্সনগরের অনিল চন্দ্র দাস, নলছড়ের লোকজিৎ দেবনাথ, সোনামুড়ার শুভ্রজিৎ দাস, ধনপুরের বিপুল মজুমদার। এদিকে, খোয়াই জেলার রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপু মন্ডল সভাপতি হলেন সুকেশ দেববর্মা, খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অনুকূল দাস, আশারামবাড়ির জয়ন্ত দেববর্মা, কল্যাণপুরের নিতাল বল, তেলিয়ামুড়ার অচিন্ত ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণপুরের ধনঞ্জয় দাস। গোমতী জেলার বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অমর জমাতিয়া, রাধাকিশোরপুরের সানি সাহা, মাতাবাড়ির বিশ্বজিৎ মারাক, কাঁকড়াবনের বিশ্বজিৎ সরকার, অম্পিনগরের সত্যমোহন জমাতিয়া, অমরপুরের উজ্জ্বল দত্ত, করবুকের অসীম ত্রিপুরা।

এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মন্ডল সভাপতি হলেন জয়দেব সরকার, বিলোনিয়ার সায়ন্তন দত্ত, শান্তিরবাজারের দেবাশিষ ভৌমিক, ঋষ্যমুখের নকুল পাল, জোলাইবাড়ির সএদীপ দত্ত, মনুর বিপুল ভৌমিক, সাব্রুমের গৌতম ত্রিপুরা। ধলাই জেলার রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মন্ডল সভাপতি হলেন ধন্যমানিক ত্রিপুরা, কমলপুরের শম্পা দাস, সুরমার শুভাশিস আহীর, আমবাসার অজয় অধিকারিক, কড়মছড়ার সঞ্জিৎ দেববর্মা, ছাওমনুর রাজীব চাকমা। ঊনকোটি জেলার পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি সন্তোষ ধর, ফটিকরায়ের তরুণ কুমার দাস, চন্ডিপুরের পিন্টু ঘোষ, কৈলাসহরের প্রীতম ঘোষ, পেঁচারথলের রাজীব চাকমা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ, বাগবাসার বিকাশ নাথ, ধর্মনগরের শ্যামল নাথ, যুবরাজনগরের কিরণ শংকর দেবনাথ, পানিসাগরের বিবেকানন্দ দাস এবং কাঞ্চনপুরের বীরেন্দ্র কর।এদিকে সামাজিক মাধ্যমে প্রদেশের নব নিযুক্ত সমস্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন তিনি লিখেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস আপনাদের কর্মকুশলতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সশক্তিকরনে আরও গতি আসবে।

তাছাড়া, নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিদের অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন নাথ লাল, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

অপেক্ষা আর মাত্র কিছুদিনের, মহাকুম্ভ মেলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে

প্রয়াগরাজ, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫-এর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে, হাতে আর মাত্র অল্প কিছু দিন বাকি। যাবতীয় প্রস্তুতি এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।

সোমবার আরও একবার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেছেন, 'আমি এখানে এসেছি কুম্ভ সংক্রান্ত যে কাজগুলি চলছে তা পর্যালোচনা করতে। উত্তর প্রদেশ জল বোর্ড এবং সেচ দফতর স্বচ্ছ গঙ্গা দর্শন নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এই প্রথমবার, জনতা গঙ্গা নদীর তীরে রিভার ফ্রন্ট প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। স্বাস্থ্য বিভাগ ১০০ শয্যার অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করছে।' উল্লেখ্য, মহাকুম্ভমেলা শুরু হচ্ছে আগামী ১৩ জানুয়ারি, শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি।

হাসিনাকে ফেরাতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): শেখহাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে দিল্লিকে চিঠি পাঠিয়েছে ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকার।

সোমবার সকালেই বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী হাসিনাকে ফেরাতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি আছে সেই অনুযায়ী হাসিনাকে ফেরানো যাবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ভারতকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনও। সোমবার দুপুরে দিল্লিকে এই চিঠি পাঠানোর কথা জানিয়েছেন তিনি। তৌহিদ জানান, বিচারের মুখোমুখি করার জন্যই ভারতের কাছে হাসিনাকে ফেরত চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।' এই জন্য কূটনৈতিক চিঠির মাধ্যমে ভারতকে এই কথা জানানো হয়েছে বলেও তৌহিদ।

'লজ্জা' পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানিয়ে প্রশ্ন তসলিমার

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): লজ্জা পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানালেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

তসলিমা লিখেছেন, ''মমতা ব্যানার্জি আজ আমার লজ্জা নাটকটি পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করলেন। গোবরডাঙ্গায় আর হুগলির পাণ্ডুয়ার নাট্যউৎসবে লজ্জা নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। দু''মাস যাবৎ বিজ্ঞাপন যাচ্ছে নাট্যউৎসবের। আর আজ, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মমতা ব্যানার্জির পুলিশ এসে জানিয়ে দিল, সব নাটক মঞ্চস্থ হবে, শুধু 'লজ্জা' ছাড়া। নবপল্লী নাট্যসংস্থা দিল্লিতে তিনবার নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে। তিনবারই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল।পুলিশ জানিয়েছে 'লজ্জা' মঞ্চস্থ হলে মুসলিমরা নাকি দাঙ্গা বাঁধাবে। মুসলিমরা দাঙ্গা বাঁধাবে এই অজুহাতে সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে লেখা আমার মেগাসিরিয়াল ''দুঃসহবাস'' , যেটি টেলিভিশনের 'আকাশ ৮' চ্যানেল থেকে সম্প্রচার করার কথা ছিল, সেটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন রাজ্য সরকার। 'লজ্জা'-র ঘটনা বাংলাদেশের। কী কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে দাঙ্গা বাঁধাবে, আমার বোধগম্য নয়। মুসলিমরা দাঙ্গা বাঁধাবে এই অজুহাতে আমাকে এক সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল।

যারা দাঙ্গা বাঁধাতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে, শিল্প সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করা হয় কেন? শিল্পী সাহিত্যিকের কণ্ঠরোধ করা হয় কেন? এই প্রশ্নটি আর কত যুগ একা একা আমিই করে যাব? আর কারও দায়িত্ব নেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার?''

হরিয়ানায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

জিন্দ, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার রাতে হরিয়ানার জিন্দ-সাফিডন সড়কে একটি গাড়ির ধাক্কা দেয় এক বাইক আরোহীকে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যাক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা যায় , আহিরকা গ্রামের বাসিন্দা জয় তাঁর রাজানা কালানে গিয়েছিলেন। রাতে সে বাইকে বাড়ি ফেরার সময়ে যখন জামনি ছাড়িয়ে জাতীয় সড়কের সেতুর কাছে পৌঁছন, একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাঁর বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পর চালক পলাতক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত ব্যাক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার ময়নাতদন্তর পর মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুসুমের বীজ খেয়ে মৃত ৪ বছরের শিশু

কোরবা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার নিজের বাড়িতে খেলার সময় কুসুমের বীজ খেয়ে মৃত্যু হল এক চার বছরের এক শিশুর। জানা গেছে, ছত্তিশগড়ের বালকো থানার অন্তর্গত ডাইহানপাড়ার বাসিন্দা দিব্যাংশ যাদব (৪) রবিবার নিজের বাড়িতে খেলছিল। খেলার সময়ে কুসুমের বীজ খেয়ে ফেলে সে। তার পরেই স্বাস্থ্যের অবনতি হয় তার। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সোমবার তার মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে ৮ম গ্রাম কৃষ্টি উৎসব

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিকড়ের খোঁজে শহরের মধ্যেই এক টুকরো গ্রাম। অষ্টম গ্রাম কৃষ্টি উৎসবের সূচনা হয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী গ্রামীণ শিল্পের হাট। রাজ্য সরকারের তরফেও এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। পরিবেশ দফতরের আহ্বান - প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে ছাড়াও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পাশাপাশি রয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর। সুফল বাংলার স্টল রয়েছে। যোগ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর সমিতি। বান্দোয়ানের ফটিক হেমব্রম এ প্রসঙ্গে জানান, 'শিক্ষা বিস্তারের প্রথা বহির্ভূত স্কুল খোলা হয়। কৃষি কাজ ও শেখানো হয়েছে তাদের। বায়ো ডায়োভার্সিটি নিয়ে কাজ চলছে। জঙ্গল নষ্ট করা চলবে না।' মোট ৩৯ টি স্টল স্থান পেয়েছে এই মেলাতে। বন দফতর সুন্দরবনের মধু নিয়ে হাজির। এছাড়াও জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়, খেজুর পাটালি, নলেন গুড় ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। হরেক রকমের বাঁশি, হাতের কাজের সম্ভার রয়েছে। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের তরফেও ক্রেতা সাধারণের সচেতনতায় লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। প্রত্যহ মেলা দুপুর দুটো থেকে নটা পর্যন্ত। প্রতি সন্ধ্যায় চারটে থেকে ছ''টা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ঝুমুর গান পরিবেশন করেন মলয় মাহাতো ও মহিলা শিল্পী পম্পা মাহাতো। এছাড়াও টুসু গান পরিবেশন করেন ঝাড়গ্রামের শিল্পীরা। জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার স্টলে মিলছে চটজাত সামগ্রী তথা পাট থেকে তৈরি নানান সামগ্রী। এর মধ্যে নজর কাড়া নতুন বছরের ইংরেজি ২০২৫ ক্যালেন্ডার এবং তা জুট দিয়ে তৈরি কাগজ থেকে বানানো হয়েছে। এছাড়াও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্টল রয়েছে। মেলায় কাঠের তৈরি সামগ্রী, হাতের বিভিন্ন ধরনের কাজ, নানারকমের বাঁশি রয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ২৯ তারিখ পর্যন্ত এই মেলা তথা উৎসব চলবে।

উকিল

● **প্রথম পাতার পর**

গ্রেফতার করতে সমর্ত্য হয় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। এই মামলায় এখনো পর্যন্ত সর্বমোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই মর্মে পশ্চিম আগরতলা থানার আধিকারিক জানান, অনেকদিন ধরে বিশু রাই দেববর্মা পলাতক ছিল। আজ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে মাননীয় আদালতে পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে প্রেরণ করা হবে।

বিজয় মার্চেন্টে কিষান অনবদ্য অরুনাচলকেও ইনিংসে হারালো ত্রিপুরা

অরুণাচল প্রদেশ - ৫৩ও ৭৪ ত্রিপুরা - ২৬২/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন দিনের ম্যাচ শেষ দেড় দিনে। প্রত্যাশিতভাবে জয় পেলো ত্রিপুরা। ইনিংস এবং ১৩৫ রানের বড় ব্যবধানে। পাশাপাশি হ্যাটট্রিক করলো জয়ের। অনূর্ধ ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। কটকের এম জি এম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশের ৫৩ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬২ রান করেছিল। ২০৯ রানে পিছিয়ে থেকে অরুণাচল দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৭৪ রান করতে সক্ষম হয়। রবিবার প্রথম দিনে কার্যত বিজয় পতাকা উড়িয়ে ফেলেছিল ত্রিপুরা। দেখার ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে কতটা লড়াই করতে পারে অরুণাচল প্রদেশ। ত্রিপুরার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে দ্বিতীয় ইনিংসেও ২২ গজে লুটেপড়ে অরুণাচল প্রদেশের ব্যাটসম্যানরা। অরুণাচল প্রদেশের ৫৩ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে ত্রিপুরা ৮ উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান করেছিল। সোমবার আরও ১০ রান যোগ করার পর ইনিংসে সমাপ্তি ঘোষনা করে। ত্রিপুরার পক্ষে কিষান সরকার ৬২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ এবং শুভদীপ পাল ৪৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ২০৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ত্রিপুরার বোলারদের দাপটে ভেঙ্গে পড়ে অরুণাচল প্রদেশের ইনিংস। মিডল অর্ডারে তেচি তুমি যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে অরুণাচল প্রদেশের ইনিংস পঞ্চাশ রানের গণ্ডি পার হতো না। তেচি ৩২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে নাথান ৩৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং আমোস ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। ত্রিপুরার পক্ষে কিষান সরকার সাত রানে ৬ টি , পৃথ্বীরাজ গোপ ১৮ রানে এবং শুভদীপ পাল ১৯ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। আসরে চার ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ২০। রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ২৮-৩০ ডিসেম্বর ত্রিপুরা শেষ ম্যাচ খেলবে সিকিমের বিরুদ্ধে। কটকের রেভেনশ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে হবে ম্যাচটি।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, আগামীকাল থেকে ধলেশ্বরে প্রান্তিক উৎসবের শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রান্তিক উৎসব। অন্যান্য বছরের মতো। প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। শুরু হচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর থেকে। এবারও শুরুর দিন থেকে প্রান্তিক উৎসবে স্বাস্থ্য শিবিরের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেমন ক্রীড়ানুষ্ঠান, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পাশাপাশি যোগাসন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। উৎসব পরিচালন কমিটি ইতোমধ্যে নাম নথিভুক্তকরনের কাজে শেষ তুলির টান এনে প্রতিযোগিতার সূচিও ঘোষণা করেছে। আজ, সোমবার ধলেশ্বরস্থিত প্রান্তিক ক্লাবে আসন্ন প্রান্তিক উৎসব ২০২৪ এর পরিচালন কমিটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রান্তিক উৎসবের বিস্তারিত সূচি এবং প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আবেদন পত্র প্রান্তিকে প্রদান করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা ইতোমধ্যে তা সংগ্রহ করে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম জমা দিতে আহবান করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানও রয়েছে এবারকার প্রান্তিক উৎসবে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রান্তিক-এর পক্ষ থেকে প্রান্তিক উৎসবের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক, ক্লাব সচিব দিব্যেন্দু দত্ত, সহ-সভাপতি কল্পনা ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নেইমার ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান

কাতারেই শেষ বিশ্বকাপএমন ইঙ্গিত ২০২২ বিশ্বকাপের আগেই দিয়েছিলেন নেইমার। তবে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিল বাদ পড়ার পর ভাবনায় বদল কিছুটা বদল এনেছিলেন। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে টিএনটি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাজিল তারকা ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি।
এবার সরাসরিই বললেন, '২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চাই।' নেইমার কথাটা বলেছেন এমন সময়ে, যখন সর্বশেষ ১৪ ম্যাচে জাতীয় দলের হয়ে একটি ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি।
সম্প্রতি ফরাসি সংবাদমাধ্যম আরএমসি স্পোর্টের সাংবাদিক মারিওন বার্তোল্লি ও বেনোইত বোউত্রনকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন নেইমার। বোউত্রন ৩২ বছর বয়সী আল হিলাল ফরোয়ার্ডের কাছে জানতে চেয়েছোন, ২০২৬ বিশ্বকাপ জয় তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ লক্ষ্য কি না।
জবাবে নেইমার বলেন, 'সবার আগে আমি আল হিলালের হয়ে ভালো একটি মৌসুম কাটাতে চাই। মারাত্নক এক চোট থেকে কেবল ফিরেছি। নিজের পর্যায়ে ফিরতে ও কেন এখানে আছি, তা বোঝাতে এখনো হাতে সময় আছে। আমার অগ্রাধিকার হলোভালোভাবে সেরে ওঠা। শারীরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে আবারও খেলা শুরু করা। আল হিলালের হয়ে আমি ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপ খেলতে চাই। কারণ, ক্লাবের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।'
নেইমার এরপর ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে বলেছেন, 'অবশ্যই বিশ্বকাপে খেলা সব খেলোয়াড়েরই লক্ষ্য। আমি এরই মধ্যে তিনটি বিশ্বকাপে খেলেছি। অবশ্যই চতুর্থটিতেও খেলতে চাই। এটায় মনোযোগী থাকতে হবে এবং ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে।'
২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলা নেইমারের ক্যারিয়ার বেশ চোটপ্রবণ। তাঁর সর্বশেষ বড় চোট গত বছর ১৮ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে। বাঁ হাঁটুতে এসিএল চোটের পাশাপাশি মিনিসকাসেও আঘাত পেয়েছিলেন। এক বছর পর এ বছর অক্টোবরে আল হিলালের হয়ে মাঠে ফেরেন। তবে গত মাসে পাওয়া চোটে আবারও এক মাসের জন্য ছিটকে পড়েন। জাতীয় দল ব্রাজিলের জার্সিতেও এখনো ফেরা হয়নি। অপেক্ষাটা আগামী বছর পর্যন্ত গড়িয়েছে।
ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারই এখন সর্বোচ্চ গোলদাতা। গত বছরে সেপ্টেম্বরে কিংবদন্তি পেলেকে (৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল) পেছনে ফেলেন নেইমার (১২৮ ম্যাচে ৭৯)। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, শৈশবে সেই ছোট্ট নেইমারটি এমন স্বপ্ন দেখেছিল কি না।

চার উইকেট আয়ুষীর, অপরাজিত থেকেই মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত

মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে দাপট দেখিয়েই চলেছে ভারত। শুক্রবার শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল তারা। চার উইকেট নিয়ে ভারতকে জিততে সাহায্য করলেন আয়ুষী শুক্ল। অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠে গেল ভারত।
বাঁহাতি স্পিনার আয়ুষী চার ওভার বল করে ১০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর বোলিংয়ের জেরে শ্রীলঙ্কাকে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯৮/৯ স্কোরে আটকে রাখে ভারত। আর এক বাঁহাতি স্পিনার পারুনিকা সিসোদিয়া দু'উইকেট নিয়েছেন। ভারতের দাপট এতটাই ছিল যে সুমুদু নিশনসলা (২১) এবং অধিনায়ক মানুদি নানায়াক্কারা (৩৩) ছাড়া কেউ দু'অঙ্কের রান ছুঁতে পারেননি। তবে রান তাড়া করতে নেমে ভারতেরও শুরুটা ভাল হয়নি। তৃতীয় বলেই ওপেনার ঈশ্বরী আসওয়ারে নিজের দোষে রান আউট হন।
শ্রীলঙ্কার চামোদি প্রবোদার (৩/১৬) বোলিংয়ের সামনে ভারতীয় দল ভাল খেলতে পারেনি। তবে জি কমলিনী (২৮) এবং গোঙ্গাডি তৃষা (৩২) ভারতকে জয়ের রাস্তায় পৌঁছে দেন। তাঁরা আউট হওয়া পর ১৭ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে ৩১ বল বাকি থাকতে জেতান মিথিলা বিনোদ। প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে ৯ উইকেটে হারিয়েছিল ভারত। এর পর বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাকে হারাল। তবে নেপাল ম্যাচে কোনও ফলাফল হয়নি।

মেলবোর্নে বিরাট-বিতর্ক!

রবীন্দ্র জাডেজা, আকাশ দীপের পর এ বার বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমের নিশানায় ভারতীয় ব্যাটার। তাদের অভিযোগ, বিমানবন্দরে এক মহিলা সাংবাদিককে ধমক দিয়েছেন কোহলি। একের পর এক এই ধরনের অভিযোগে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে মাঠের বাইরের উত্তাপ বেড়েই চলেছে।
চতুর্থ টেস্ট খেলতে গত বৃহস্পতিবার মেলবোর্নে পৌঁছেছে ভারতীয় দল। স্ত্রী অনুষ্কা, কন্যা ভামিকা ও পুত্র অকায়কে নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে আসেন কোহলি। তখন এক মহিলা সাংবাদিক কোহলির সন্তানদের ভিডিয়ো করার চেষ্টা করেন। কোহলি তা বুঝতে পেরেও সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন। সন্তানদের ভিডিয়ো মুছে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কোহলি জানান, ওই সাংবাদিক চাইলে তাঁর ছবি নিতে পারেন।
এই ঘটনার পরেই মুখ খোলে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম। কয়েক জন সাংবাদিকের অভিযোগ, অস্ট্রেলিয়ার বিমানবন্দরে কারও ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা নেই। প্রধানমন্ত্রী গেলেও অনেকে তাঁর ছবি তোলেন। কোহলি ক্রিকেটের এত বড় তারকা। তাই তাঁর ছবি তোলার চেষ্টা কেউ করতেই পারেন।
কিন্তু কোহলি ওই মহিলা সাংবাদিককে ধমক দিয়েছেন। শুধু ওই সংবাদিককে নয়, তাঁর সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যানদেরও ধমক দিয়েছেন কোহলি। ওই সাংবাদিকদের অভিযোগ, কোহলির ধমক খেয়ে ভয় পেয়ে যান ওই মহিলা সাংবাদিক। কোনও রকমে সেখান থেকে পালিয়ে যান তিনি।
অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম কোহলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও সেই মহিলা সাংবাদিক বা বিমানবন্দরে থাকা অন্য কেউ কোনও অভিযোগ করেননি। কোহলির ওই সাংবাদিককে ধমক দেওয়ার কোনও ছবি বা ভিডিয়োও বাইরে আসেনি। সেই কারণেই হয়তো অসি সংবাদমাধ্যমের অভিযোগের পাল্টা কোনও জবাব ভারতীয় দল বা কোহলি দেননি।
শুধু কোহলি নন, জাডেজা ও আকাশ দীপকেও একই ধরনের অভিযোগের সামনে পড়তে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমের অভিযোগ, সাংবাদিক বৈঠকে ইংরেজিতে কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি জাডেজা।
তার জবাবে ভারতীয় শিবির থেকে জানানো হয়, ভারতীয় সাংবাদিকদের জন্যই সেই বৈঠক ছিল। তাই জাডেজা হিন্দিতেই কথা বলেছেন। মেলবোর্ন টেস্টের আগে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে এসেছিলেন আকাশ দীপও। তার পরেই অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম দাবি করে, ইচ্ছা করেই আকাশ দীপকে পাঠানো হয়েছে। কারণ, তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না। তিনি অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন বলেও অভিযোগ করা হয়।
এই অভিযোগের পর পাল্টা মুখ খোলে ভারতের সংবাদমাধ্যম। তাদের দাবি, মোটেই অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাননি আকাশ দীপ। উল্টে তাঁরা যে সব প্রশ্ন করেছেন তাঁর জবাব আকাশ দীপ দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। ইচ্ছা করে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম এই কাজ করছে বলে অভিযোগ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। তার পরেও বিতর্ক থামছে না।

সাব্রুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি ,সাব্রুম। সাব্রুম ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৩-২৪। অনুষ্ঠানে সাব্রুম মহকুমা এলাকার ব্যাপক অংশের ক্রিকেটপ্রেমী খেলোয়াড় এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেটে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে, জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপুল ভৌমিক, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস সহ আরো অনেকে।অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত জানান, বর্তমানে জেলা এলাকার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে রয়েছে খেলাধুলার সরঞ্জামের ঘাটতি এবং সেই ঘাটতিকে মেটানোর লক্ষ্যে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে ভলিবল, ক্রিকেট এবং ফুটবলের সরঞ্জাম প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয় সভাপতির পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার বলেন গোটা মহকুমা এলাকায় বর্তমানে নেশার আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।এর থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে খেলাধুলা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সেই লক্ষ্যকে সাধিত করার লক্ষ্যে গোটা মহকুমা এলাকার মধ্যে সাব্রুম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের গৃহীত উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।
এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ দলগুলোকে মোট ১৭ টি পুরস্কার মহকুমা এলাকার বিভিন্ন ক্লাব,প্লে সেন্টার এবং বিদ্যালয়ের কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়। সংবর্ধিত করা হয় সাব্রুম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণ সদস্য ও সমস্ত আম্পায়ারদের।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে ৪ মাঠে চারটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিন বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার হবে চারটি ম্যাচ। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে শক্তিশালী এডি নগর খেলবে জুয়েলস এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে নিপকো মাঠে খেতাবের অন্যতম দাবীদার প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে দুর্বল বাধার ঘাট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী খেলবে জিবি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে এবং নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে শতদল সংঘ খেলবে দশমী ঘাট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ফেভারিট হিসেবে ই মাঠে নামবে এডি নগর কোচিং সেন্টার, প্রগতি প্লে সেন্টার, জিবি প্লে সেন্টার এবং শত দল সংঘ। ৮ দলই সোমবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

কৃষ্ণনগরের ছাত্র সংঘে ক্যারাম প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রয়াত প্রাক্তন সম্পাদক মলিন দে-র স্মৃতিতে সিঙ্গেল ও ডাবলস ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে কৃষ্ণনগর নতুনপল্লীস্থিত ছাত্র সংঘ। ৩ জানুয়ারি থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এন্টি নেওয়ার শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি। এন্টি ফি সিঙ্গেল ২০০ টাকা এবং ডাবলস ৩০০ টাকা। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত ছাত্র সংঘের কার্যকরী কমিটির সদস্য রাহুল দেবনাথ ও সুমন দেববর্মার কাছে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জাতীয় ক্রিকেটে ঋতুরাজের শতরানে বরোদাকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা - ২৭৯/৬ পুদুচেরী - ২১০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, অবশেষে জয়ের মুখ দেখলো ত্রিপুরা। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে এসে। বরোদার রিলায়েন্স ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা জয়লাভ করে ৬৯ রানে। ত্রিপুরার গড়া ২৭৯ রানের জবাবে পুদুচেরী ২১০ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায় ১২১ রান করেন। ২৫ ডিসেম্বর গ্রুপের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ মিজোরামের বিরুদ্ধে খেলবে ত্রিপুরা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাটিং নেয় কত্রিপুরা।ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের চোখ ঝলসানো শতরানের বড় স্কোর করল ত্রিপুরা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ত্রিপুরা ছয় উইকেট হারিয়ে ২৭৯ রান করে। ঋতুরাজের পাশাপাশি ত্রিপুরাকে নড়াগো স্কোর গুরাতে মুখ্য ভূমিকা নেন অরিন্দম বর্মন এবং দল নায়ক সন্দীপ সরকার। ওই ত্রয়ীর হাত ধরে ২৫০ রানের গণ্ডি পার করে রাজ্য দল। ত্রিপুরার পক্ষে ঋতুরাজ ঘোষ রায় ১৩৭ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২১, অরিন্দম বর্মন ৩২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ দল নায়ক সন্দীপ সরকার ৮২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ এবং ওপেনার তনময় দাস ২২ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে পুদুচেরী ৪৭.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দলনায়ক নীতিন প্রণব ভি ৬৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪, সাই হরিনাম কে ৫৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০, নয়ন কাঙ্গায়ন ৫৫ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, গৌতম দিলীপ ৬৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করেন।
দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ত্রিপুরার পক্ষে সন্দীপ সরকার ৪৫ রানে ৩ টি, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২২ রানে এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী ২৩ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ্যে

দীর্ঘ টালবাহানার পরে অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট কাটতে চলেছে। হাইব্রিড মডেলেই আয়োজিত হবে টুর্নামেন্ট। মেগা টুর্নামেন্টের সম্ভাব্য সূচিও প্রস্তুত। এবং সেই সূচি যদি সত্যি হয়, তাহলে আরও ধাক্কা খেতে চলেছে পাকিস্তান।
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাইব্রিড মডেলে করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত দিয়েছিল পাকিস্তান। এক ২০৩১ সাল পর্যন্ত কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তান ভারতে খেলতে আসবে না। ভারতে আয়োজিত আইসিসি টুর্নামেন্টগুলির পাকিস্তান ম্যাচও করতে হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। এই শর্ত আংশিক মেনেছে আইসিসি, পুরোপুরি মানা হয়নি। ২০২৭ পর্যন্ত কোনও আইসিসি ট্রফিতেই পাকিস্তানকে ভারতে আসতে হবে না। পাকিস্তানের দ্বিতীয় শর্ত ছিল, ভারত না উঠলে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালও করতে হবে পাকিস্তানে। আইসিসি সূত্রে যা খবর, তাতে এই শর্তও মানা হবে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফানাল-ফাইনাল সবই নিরপেক্ষ ভেন্যুতে করার কথা ভাবা হয়েছে। তবে পাক বোর্ডের জন্য সামান্য স্বস্তির খবর। পিসিবির জন্য বাড়তি ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে আইসিসি। এমনটাই দাবি করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া।
সূত্র বলছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের গ্রুপে পড়ছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড। মেগা টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল হবে ৯ মে।
ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে-আছে। প্রথম সেমিফাইনাল হতে পারে ৪ মে। ৫ মে হতে পারে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনালই হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। অর্থাৎ ভারত না উঠলেও সেমিফাইনাল বা ফাইনাল পাকিস্তান পাচ্ছে না। সেটা পাক বোর্ডের জন্য ধাক্কা। ভারতের প্রথম ম্যাচ সম্ভবত ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচেই ভারত-পাক মহারণ। সেই ম্যাচটি হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি। সম্ভবত দুবাইয়ে। গ্রুপে ভারতের শেষ ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২ মার্চ।
সাধারণত কোনও প্রতিযোগিতার অন্তত তিনমাস আগে সূচি ঘোষণা করে দিতে হয়। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি এখনও ঘোষণা করতে পারেনি আইসিসি। কারণ একাধিক জটিলতা। এবার সেই জটিলতা কাটার ইঙ্গিত মিলেছে। দ্রুতই সরকারি ঘোষণাও হতে পারে।

বোলারদের নাস্তানাবুদ করার প্রস্তুতিতে মগ্ন শামি!

দ্রুত ভারতীয় দলে ফিরতে চান মহম্মদ শামি। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখছেন না বাংলার জোরে বোলার। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিং অনুশীলনেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। আগামী দিনে নতুন রূপে দেখা যেতে পারে তাঁকে।
বল হাতে ব্যাটারদের নাস্তানাবুদ করেই এত দিন ক্রিকেট বিশ্বের নজর কেড়েছেন শামি। তাঁর বলের সিম পজিশন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশের কাছে বিস্ময়ের। সেই শামি এ বার ব্যাট হাতে বোলারদের নাস্তানাবুদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এনসিএতে ব্যাট হাতে ডাকাবুকো মেজাজে দেখা গিয়েছে শামিকে। প্যাড, হেলমেট ছাড়াই নেটে তাঁর ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। একের পর আগ্রাসী শট মারতেও দেখা গিয়েছে বাংলার জোরে বোলারকে।
ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিয়ো নিজেই ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন শামি। সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "একই রকম মনোযোগ এবং আগ্রহ নিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন করছি। এনসিএতে নিজের ক্রিকেটকে আরও ক্ষুরধার করার চেষ্টা করছি। একটা একটা করে বল খেলে তৈরি হচ্ছি।"
বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও দলকে ভরসা দিতে পারলে নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় দলের সাজঘরে শামির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। তিনি নিজেও হয়তো নতুন রূপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে চাইছেন।
চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনও ফিরতে পারেননি শামি। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির জন্য তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর কথা ভেবেছিলেন জাতীয় নির্বাচকেরা। তাঁর কিট ব্যাগও পৌঁছে গিয়েছিল সে দেশে। কিন্তু ফিটনেস সমস্যার কারণে শামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়া এখনও নিশ্চিত নয়। শনিবার বাংলার হয়ে বিজয় হজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে খেলেননি। মনে করা হচ্ছে, প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে তাঁকে পাবে বাংলা।
২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন শামি।
ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের লক্ষ্য তাঁকে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সম্পূর্ণ ফিট ভাবে পাওয়া। তাই শামিকে নিয়ে তাঁরা হঠকারী কিছু করতে চাইছেন না।

ছেলেদের বদলা নিলেন মেয়েরা, এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: খেলার মাঠে ফের বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিল ভারত। ওপার বাংলার মেয়েদের ধরাশায়ী করে প্রথম অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের খেতাব জিতে নিলেন ভারতের মেয়েরা। ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া জিতল ৪১ রানে।
কুয়ালালামপুরের বেউয়েমাস ওভালে রবিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১১৭ রান তোলে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার শুরুটা ভালো না হলেও গঙ্গাদি তৃষা একাই ভারতের ব্যাটিংকে টেনে নিয়ে যান। মাত্র ৪৭ বলে ৫২ রান করেন। পাঁচটি বাউন্ডারি এবং দুটি ছক্কা হাঁকান তিনি। তৃষা ছাড়া ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে দুই অঙ্কে পৌঁছান শুধু অধিনায়ক নিকি এবং মিথিলা বিনোদ। মিথিলা ১৭ রান করেন।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ব্যাটাররা শুরু থেকেই রীতিমতো খাবি খেতে থাকেন। ১৮ ওভার ৩ বলে মাত্র ৭৬ রানে শেষ হয় বাংলাদেশে ইনিংস। পড়শি দেশের ব্যাটারদের মধ্যে জুয়াইরিয়া ফেরদৌস ২২ এবং ফাহমিদ চোয়া ১৮ রান করেন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আয়ুশী শুক্লা একাই নেন ৩টি উইকেট। ভারত ৪১ রানের বিরাট ব্যবধানে জিতল। মাসখানেক আগেই অনূর্ধ-১৯ ছেলেদের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের কাছে হেরেছিল ভারত। মাস ঘোরার আগেই সেই হারের বদলা নিয়ে নিলেন ভারতের মেয়েরা। এবারই প্রথম মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের আয়োজন করেছিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। তাতেই চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আরও ধনী

বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তা আরও ধনী হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে বোর্ডের কোষাগারে রয়েছে ২০,৬৮৬ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২০০ কোটি টাকা। কী ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতীয় বোর্ডের আয়?
সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গত আর্থিক বছরে ভারতীয় বোর্ডের আয় ছিল ১৬,৪৯৩ কোটি টাকা। এ বার তা বেড়ে হয়েছে ২০,৬৮৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক বছরে আয় বেড়েছে ৪২০০ কোটি টাকা। মূলত আইপিএল ও দ্বিপাক্ষিক সিরিজের মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি করে বেশি রোজগার হয়েছে বিসিসিআইয়ের।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বংশ পরম্পরার কারণে ত্রিপুরাকে সিপিএমের হাতে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস : সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: বংশ পরম্পরার কারণে ত্রিপুরাকে সিপিএমের হাতে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস। ফলে, বিগত ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরাতে দুর্নীতি রাজত্ব করেছিল সিপিএম।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিপ্লব কুমার দেবকে ত্রিপুরায় না পাঠালে এখনো সিপিএম থেকে মুক্তি পেত না রাজ্য। আজ ভ্রাম্যমান কৃত্রিম গো --- প্রজনন কর্মী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।এদিন তিনি বলেন, রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। আজকের দিনে মানব সেবাই প্রকৃত ধর্ম। রক্তদান জীবন দান। এই ধরণের সমাজ হিতৈষী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য তিনি এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্যগনদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, সমাজে যারা নূন্যতম বেতনের কাজ করেন তাঁরাই আজ কাজকর্ম ছেড়ে রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এসেছেন। আসলে তারা অনেক উদার মনের হয়। আমিও অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। তাঁর কটাক্ষ, সাধারণ পরিবার ছেলেরা রাজনীতিতে আসলে পারিবারিক রাজনীতি করা কংগ্রেস তাঁদের পছন্দ করে না। কারণ, সাধারণ ঘরের ছেলেরা তো কংগ্রেসের মতো পারিবারিক রাজনীতি করে না।এদিন তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বলেন, বিগত দিনে কংগ্রেস বংশ পরম্পরার কারণে ত্রিপুরাকে সিপিএমের হাতে তুলে দিয়েছিল। ফলে বিগত ২৫ বছর ধরে সিপিএম ত্রিপুরাতে দুর্নীতি রাজত্ব করেছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিপ্লব কুমার দেবকে ত্রিপুরায় না পাঠালে এখনো সিপিএম থেকে মুক্তি পেত না রাজ্য।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে রানির বাজারের কুম্ভ মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি ২০২৫ অর্থাৎ আট দিনব্যাপী রানির বাজার কুম্ভ কালি মেলা প্রাঙ্গণে বিরাট কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যবাসীকে কুম্ভ মেলায় অংশগ্রহণ করার আবেদন জানান মেলা কমিটির সাধুসন্তরা। আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল থাকার কারণে কুম্ভ নগরীতে গিয়ে কুম্ভমেলা দেখতে পারেন না রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ। তাই তাদের কথা চিন্তা করে আগামী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ বুধবার থেকে পয়লা জানুয়ারি ২০২৫ বুধবার অর্থাৎ আট দিনব্যাপী রানির বাজার কুম্ভ কালি মেলা প্রাঙ্গণে বিরাট কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মহতি মেলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্তরা উপস্থিত থাকবেন। আর এই মেলাকে নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে মেলা কমিটি।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে আট দিনব্যাপী মেলার বিষয়ে বিস্তারিত জানান মেলা কমিটির সাধু সন্তরা। পাশাপাশি তারা এই বৃহৎ মেলা পরিচালনা করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেন। সেই সাথে রাজ্যবাসীকে মেলায় অংশগ্রহণ করার আবেদন রাখা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ : পরিবহন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সতর্কতা ও জনসচেতনতা অবলম্বনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব। সড়ক সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ে রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের ১৫তম বৈঠকে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

উল্লেখ্য, রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন পরিবহন মন্ত্রী। রাজ্য সড়ক নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রয়েছেন ১১ জন।

বৈঠকে পরিবহন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এবং সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি কমিয়ে আনতে সরকার জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি জারি রেখেছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ইন্টারসেপ্টার ভেহিক্যাল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ লোকেদের দ্রুত চিকিৎসায় এগিয়ে আসা সাহায্যার্থীদের ৫ হাজার টাকা গুড সামারিটান পুরস্কারের সংস্থান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ২৫টি কলেজে সহসাই সড়ক সুরক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, মাদক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। পরিবহন, খাদ্য এবং স্বারাষ্ট্র দপ্তরের সমন্বয়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। বৈঠকে পূর্তদপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিবহন দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, ডিআইজি মনচক ইন্নার, ট্রাফিক পুলিশের সুপার মানিক দাস, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ পরিবহন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে পরিবহন দপ্তরে অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী সড়ক সুরক্ষা বিষয়ে দপ্তরের কাজকর্মের সাফল্য, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নতুন উদ্যোগ সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সড়ক সুরক্ষা কমিটির নির্দেশিকায় প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ১০ শতাংশ কমানোর উল্লেখ রয়েছে। সেই নির্দেশ মোতাবেক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রাজ্যে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ১৩ শতাংশ কমেছে। এছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জেলাস্তরে জেলা সড়ক সুরক্ষা কমিটির সভা প্রতি মাসে দু"বার করে আয়োজন করা, রাজ্যে একটি ডেডিকেটেড রোড সেফটি উইং গঠন ইত্যাদি নির্দেশিকাও রয়েছে। তিনি বলেন, জানুয়ারি মাসকে সড়ক সুরক্ষা মাস হিসাবে পালন করা হবে। তিনি আরও বলেন, পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ভেহিক্যাল স্ক্র্যাপিং পলিসি-২০২৪ সূচনা করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন ও সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত অ্যান্টি ড্রাগ আডিকশান কমিটি এবং সড়ক সুরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রযুক্তিগত মনিটরিং-এর জন্য ত্রঙ্গঞ্জ্ত পরিষেবাটি শীঘ্রই চালু করার বিষয়ে সভায় প্রাধান্য পায়। বৈঠকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পথচারীদের জন্য ফুটপাথের সু-ব্যবস্থা, রাজ্য এবং জেলার দুর্ঘটনা প্রবন এলাকা ও ব্ল্যাকস্পটগুলিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের নবীন বরন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: সোমবার বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের রবীন্দ্র ভবনের ১ নং হলে নবীন বরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নং হলে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।

নবীন বরণ উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য বলেন, কলেজ জীবন হল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় জীবনে চলার সঠিক পথ নির্ধারিত হয়। কলেজ জীবনে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ দেশ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করার দিন হল আজ। ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষকদের ভূমিকা কথাও এদের উল্লেখ করেন তিনি।

প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে প্রশাসনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে প্রশাসনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চায়। এ লক্ষ্যেই প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রশাসনকে। আজ দামছড়া ব্লকের খেদাছড়া কমিউনিটি হলে প্রশাসন গাঁও কি ওর প্রচার অভিযানে এক শিবিরের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রান্তিক জনপদের কোনও মানুষ যাতে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন সে লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পেঁচারথল বিএসির চেয়ারম্যান সজল চাকমা, দামছড়া বিএসির ভাইস চেয়ারম্যান দুশন্ত রিয়াং, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, দামছড়া ব্লকের বিডিও অনুপম চাকমা, পানিসাগর মহকুমার ডিসিএম সুকুমার রিয়াং প্রমুখ।

শিবিরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা দশম শ্রেণির ছাত্রী সবিতা রিয়াংয়ের হাতে একটি ল্যাপটপ তুলে দেন। তাছাড়াও শিবিরে নবম শ্রেণির ১০ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়া হয়। মহকুমা প্রশাসন থেকে পিআরটিসি ও এসটি সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়াও শিবিরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জনজাতি সুবিধাভোগীদের মধ্যে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

ধর্মনগর বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একদিনের লো কস্ট টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: পি এম শ্রী ধর্মনগর বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলঘরে আয়োজন করা হয় একদিনের লো কস্ট টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। পি এম শ্রী ধর্মনগর বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লো কস্ট টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে মোট ৫২টি বিদ্যালয়, যার মধ্যে রয়েছে কালাছড়া ব্লক এবং ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে দুইজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেছেন এই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায়।প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে মডেলের মাধ্যমে সহজ এবং আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা। প্রদর্শনীটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত — সংখ্যাগত এবং লিটারেচি সাক্ষরতা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন মডেল তৈরি করে এনেছেন এবং তা প্রদর্শন করেছেন।এই ধরনের প্রদর্শনী শিক্ষকদের উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত এবং কার্যকর করে তুলতে সহায়ক। ব্লক ভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে পাঁচটি বিদ্যালয়কে নির্বাচনের পর ডিসেম্বর মাসের শেষের সপ্তাহে বা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলা ভিত্তিক প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে যা পরবর্তী সময়ে রাজ্য স্তরে পাঁচটি বিদ্যালয়কে পাঠানো হবে প্রদর্শনীয় ও প্রতিযোগিতায়

আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রান্তিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রান্তিক উৎসব। চলবে পাঁচ দিন অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সোমবার প্রান্তিক ক্লাব প্রাঙ্গনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান ক্লাবের বলিষ্ঠ কর্মকর্তা ডঃ প্রদীপ ভৌমিক।

এবছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ দিন ব্যাপী প্রান্তিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ধলেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী প্রান্তিক ক্লাব দীর্ঘদিন ধরেই প্রান্তিক উৎসব সংগঠিত করে আসছে। ২৫ ডিসেম্বর সকালে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করার আহ্বান জানিয়ে প্রভাত ফেরির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। দুপুর বারোটায় হবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী , সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য এবং বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সোমবার প্রান্তিক ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে ক্লাবের বলিষ্ঠ সদস্য ডঃ প্রদীপ ভৌমিক বলেন প্রান্তিক উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধুলা স্বাস্থ্য শিবিরসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ বছরের প্রান্তিক উৎসবের মূল থিম হল নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া। সাংবাদিক সম্মেলনে ড প্রদীপ ভৌমিক বলেন ১৪ থেকে ৩০ বছর বয়সি কিশোর ও যুবকদের মধ্যে নেশার প্রবণতা মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণেই রাজ্যকে এবং সমাজকে নেশা মুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রান্তিক ক্লাব। পাঁচ দিন ব্যাপী প্রান্তিক উৎসব অবাধ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে ক্লাব কর্মকর্তাদের তরফ থেকে সকলের সার্বিক সহযোগিতা আহবান করা হয়েছে।

কলেজটিলায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: সম্ভবত প্রণয়ের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় খুন হয়েছেন এক যুবক। প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে কলেজটিলা এলাকায় এমবিবি কলেজের নিকটে। তবে, ওই ঘটনা খুন না আত্মহত্যা এনিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কলেজটিলায় রহস্যজনকভাবে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো জানা যায় নি। মৃতদেহ হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছিল। মৃত যুবকের নাম সমর ঋষিদাস(২৩)। তাঁর বাড়ি আড়ালিয়া ঋষিপাড়া এলাকায়। ৩ বছর ধরে একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর। তিনদিন আগে মেয়েটির পরিবারের লোকজন তাঁকে ডেকে নিয়ে অপমান ও মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেন সমরের পরিবারের সদস্যরা।

মৃতের মা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলেকে প্রেমিকার বাড়ির লোকজন মারধর ও অপমান করেছিল। এই বিষয়টি বাড়িতে জানিয়েছিল সমর। তাই ছেলের মৃত্যুকে হত্যা বলেই মনে করছেন সমরের মা।

মৃতের মায়ের বক্তব্য, ছেলের অভিভাবকদের কাছে কিছু না জানিয়ে তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এভাবে মারধর করা উচিত হয়নি। মৃতের পরিবারের দাবি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সেই রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

চিত্রকলার অনবদ্য নৃত্য উৎসব

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। চিত্রকলা ডান্স একাডেমি উত্তরণ ওডিসি নৃত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি আগরতলা টাউন হলে। এই উৎসবে কথক, ভারতনাট্যম,ফোক, মনিপুরী নৃত্য পরিবেশিত হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ওড়িশা, আসাম কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। নৃত্যের সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়েছেন অনুষ্ঠানের আয়োজক চিত্রকলা ডান্স একাডেমির কর্ণধার শিল্পী পিংকি দেববর্মা।

৬০ পরিবারের ২০৫ জন ভোটার বিজেপি এবং অন্যান্য দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: লাটিয়াপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস দলের এক কর্মীসভায় যোগদান কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানান, বিজেপি এবং অন্যান্য দল ত্যাগ করে প্রায় ৬০ পরিবারের ২০৫ জন ভোটার এদিন কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ বদরুজ্জামান।

কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা আলোচনা করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আমাদের দেশে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এ কারণেই বাংলাদেশের মতো ছোট ছোট দেশগুলি ভারতকে হুমকি দেয়। কংগ্রেসের হাতেই একমাত্র ভারতবর্ষ নিরাপদ। কংগ্রেস সরকার যতদিন কেন্দ্রে ছিল ততদিন বৈদেশিক শক্তি ভারতের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সবশেষে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে যে সমস্ত ভোটারা কংগ্রেস দলের যোগদান করেছেন তাদের হাতে কংগ্রেস দলের পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান ও বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা।

সুশাসন চর্চা নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: আজ কৈলাসহর সার্কিট হাউজে সুশাসন চর্চা নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আজ কৈলাশহরের সার্কিট হাউজে সুশাসন চর্চা নিয়ে জেলাভিত্তিক এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৯ শে ডিসেম্বর থেকে ২৪ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামমুখী প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের যে প্রয়াস তার কতটুকু সফলতা এসেছে এ জন্যই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন। এই অনুষ্ঠানটি পৌরহিত্য করেন প্রাক্তন জেলাশাসক ও সমাহর্তা আই, এ, এস, শ্রী ডিং লিয়ানা ডারলং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্গ সাহা, সুপারিয়েনডেন্ট অফ পুলিশ আই, এ, এস শ্রীমতি কান্তা জাহাঙ্গীর সহ জেলা সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকগণ।

ঊর্ধমুখী শেয়ার বাজার সেনসেক্স বেড়েছে প্রায় ৫০০

মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঊর্ধমুখী শেয়ার বাজার। ফলে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে লগ্নিকারীদের মুখে ফুটেছে হাসি। সোমবার ২৩ ডিসেম্বর প্রায় ৫০০ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। পাশাপাশি প্রায় ১৭০ পয়েন্ট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে নিফটিতে। দু'টি বাজারেরই সূচক উপরের দিকে ওঠায় মোটা টাকা পকেটে এসেছে বিনিয়োগকারীদের।এদিন ৭৮, ৪৮৮.৬৪ পয়েন্টে খোলে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)। আর দিন শেষে ৪৯৮.৫৮ পয়েন্টে বেড়ে ৭৮,৫৪০.১৭-তে পৌঁছয় সেনসেক্স। অর্থাৎ এই বাজারে সূচক বেড়েছে ০.৬৪ শতাংশ। সোমবার দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৮,৯১৮.১২ পয়েন্টে উঠে যায় সেনসেক্স।ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জেও (এনএসই) বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ে নিফটি ৫০-এর সূচক থেমেছে ২৩,৭৫৩.৪৫ পয়েন্টে। অর্থাৎ ১৬৫.৯৫ পয়েন্ট বা ০.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই বাজার। দিনের শুরুতে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ২৩,৭৩৮.২০ পয়েন্টে। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৩,৮৬৯.৫৫ পয়েন্ট উঠেছিল এই সূচক।ব্রোকারেজ ফার্মগুলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এদিন নিফটিতে সবচেয়ে লাভ করেছেন জেএসডব্লু স্টিল, আইটিসি, হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডাসইণ্ড ব্যাঙ্ক এবং ট্রেন্টের শেয়ারে লগ্নিকারীরা।

জিবির সিটি স্ক্যানে আগুন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর : ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল জিবি হাসপাতাল। আজ হাসপাতালের সিটি স্ক্যান রুমে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়েছে। আগুনের সূত্রপাত নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ঘটনায় হাসপাতালের কর্মী সহ রোগীদের মধ্যে আতঙ্কের ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আগরতলায় জিবি হাসপাতালের সিটি স্ক্যান রুমে হঠাৎ করে আগুন দেখতে পান উপস্থিত স্বাস্থ্য কর্মীরা। শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভাতে এলেও তাদের পৌঁছানোর আগেই আগুন নেভাতে সক্ষম হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দমকল বাহিনীর কর্মীরা জানায়, তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই আগুন নিভিয়ে নিয়েছিল হাসপাতালের কর্মীরা। দমকল বাহিনী এসে শুধু ধোঁয়া দেখতে পান।

তার ছিঁড়ে ঝুলছে বাড়ীর উঠোনে, সাত দিন ধরে অন্ধকারে নিমজ্জিত পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে ঝুলছে বাড়ীর উঠোনে। সাত দিন ধরে অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি পরিবার। এই দৃশ্যটি দেখা গেছে দক্ষিণ চড়িলাম চান্দিনা পাড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিদ্যুত পরিবাহী তার ছিঁড়ে ঝুলছে বাড়ীর উঠোনে। সাত দিন কেটে গেলেও অন্ধকারে নিমজ্জিত পরিবারের বাড়ির বিদ্যুতের তার লাগিয়ে দিতে আসেনি দফতর। ঘটনা দক্ষিণ চড়িলাম চান্দিনা পাড়া এলাকায়। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় চড়িলাম স্থিত কল সেন্টারে অভিযোগ জানানো সত্বেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না দপ্তরের কর্মীরা। বিদ্যুৎ না পেয়ে সাত দিন ধরে মহা বিপদে পড়েছে পরিবার। রাতের বেলায় বিদ্যুতের অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না বাড়ির কচিকাঁচা ছেলে মেয়েরা। সোমবার সংবাদমাধ্যমের কাছে এই অভিযোগ করেন পরিবারের গৃহবধূ বুল্টি দেবনাথ।

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবীর ভিত্তিতে খোয়াইয়ে তিন সংগঠনের মিছিল সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ডিসেম্বরঃ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে সোমবার খোয়াইয়ে সম্মিলিতভাবে মিছিল সভা করলো সারা ভারত কৃষক সভা, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ও সি আই টি ইউ।

এদিন বেলা বারোটা বাজার সাথে সাথে মূল ব্যানারকে সামনে রেখে দাবী সম্বলিত প্লেকার্ড হাতে নিয়ে শ্লোগান সোচ্চার গর্জমান মিছিল বের হয় জেলা শহরের কবিগুরু পার্কের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন জিএমপি র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি রঞ্জিত দেববর্মা, সি আই টি ইউ-- র রাজ্যনেতা নির্মল বিশ্বাস, কৃষক সভার জেলা সভাপতি আলয় রায়, মহকুমা সম্পাদক মনোজ দাস, ডি ওয়াই এফ আই- র রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য পরিষদের সদস্য বিষ্ণুজিত দস্তিদার, জি এম পি নেতা সুবোধ দেববর্মা ও নন্দলাল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।মিছিল বনকর, নতুন টাউন হল কমপ্লেক্স, রঞ্জন রায় সেতু ও নিবেদিতা পার্ক হয়ে হাসপাতাল রোড অতিক্রম করে জননেতা নৃপেন চক্রবর্তী অ্যাভেনিউ ঘুরে আবার একই রাস্তা ধরে কবিগুরু পার্কে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হয়।ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মহকুমা সভাপতি নির্মল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সেখানে সংক্ষিপ্ত সময়ের সভা হয়।বক্তব্য রাখেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের বিভাগীয় সম্পাদক নন্দলাল গোপ। দাবী সমূহের মধ্যে ছিল রেগায় কাজের শ্রমদিবস ও মজুরি বৃদ্ধি করা, চারটি শ্রমকোড বাতিল করা, সরকারী দপ্তরে চুক্তি নিয়োগ বন্ধ করা, রাস্তাঘাটের দ্রুত সংস্কার করা, প্রান্তিক কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, পানীয় জলের পরিষেবা নিশ্চিত করা ও নেশার রমরমা বন্ধ করা ইত্যাদি।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।